NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ মৃত্যুর এক উপত্যকার নাম মুসলিম সন্ত্রাসবাদ

জাদুকরের কাঞ্চনজঙ্ঘা, আর শিল্পীর আকাশ ৮

কলকাতা ৪ মে ২০২৫ ২০ বৈশাখ ১৪৩২ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 4.5.2025, Vol.18, Issue No. 321 8 Pages, Price 3.00

পাকিস্তান থেকে সব আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩ মে: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর থেকেই ক্রমশ পারদ চড়েছে দুই দেশের সম্পর্কের। কার্যতই তৈরি হয়েছে যুদ্ধের আবহ। এই পরিস্থিতিতে এবার পাকিস্তান থেকে এবং সেদেশের মাধ্যমে কোনওরকম পণ্য আমদানিতেই নিষেধাজ্ঞা জারি করল মোদি সরকার। শনিবার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এমনই ঘোষণা করেছে বৈদেশিক বাণিজ্য অধিদপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তানে উৎপন্ন বা রপ্তানি করা সমস্ত পণ্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আমদানি বা পরিবহন, তা অবাধে আমদানিযোগ্য হোক বা অনুমোদনসাপেক্ষ, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে নিষিদ্ধ করা হল। জাতীয় নিরাপত্তা এবং জননীতির স্বার্থে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার যে কোনও ব্যতিক্রমের জন্য ভারত সরকারের থেকে পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন।' ইতিমধ্যেই লাগু হয়ে গিয়েছে এই নিষেধাজ্ঞা। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত বন্দরও। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হওয়া জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয় ২৫ জনের। এই হামলার পিছনে পাকিস্তানের মদতের যোগসূত্র মিলেছে। হামলাকারীদের মধ্যে দু'জন পাকিস্তানি বলেও দাবি। হামলার নেপথ্যে হাফিজ সইদের জড়িত থাকার সম্ভাবনাই প্রবল। এমতাবস্থায় দুই দেশের সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগেই পাক সরকার ভারতের সঙ্গে সমস্তরকম দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। তাতেও বিপাকে পড়েছে ইসলামাবাদই। এমনিতে পাকিস্তান একাধিক ক্ষেত্রে ভারতের পণ্যের উপর নির্ভরশীল। তবে বাণিজ্য বন্ধের জেরে পাক বাজারে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটার সংকট সবচেয়ে বেশি রয়েছে তা হল ওষুধ। ভারতের বাজার থেকে কাঁচামাল না গেলে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ যেতে পারে বহু পাকিস্তানির। সংকট বুঝে তড়িঘড়ি দেশের ওষুধ প্রস্তুতকারী ও সরবরাহকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছেন পাক সরকারের আধিকারিকরা। এর মধ্যেই ভারতের তরফে এই ঘোষণায় আরও বিপদ বাড়ল পাকিস্তানের।

পাকিস্তান থেকে চিঠি, পার্সেল আসাও স্থগিত

নয়াদিল্লি, ৩ মে: পহেলগাঁও হামলার পর থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ করছে নয়াদিল্লি। শুক্রবার রাতেই প্রতিবেশী দেশ থেকে সমস্তরকম আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। এবার ঘোষণা করা হল, শুধু পণ্য নয়, পাকিস্তান থেকে কোনওরকম চিঠি বা পার্সেল আসবে না ভারতে। শনিবার ভারত সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতিতে বলা হল, পাকিস্তানের সঙ্গে জল-স্থল এবং আকাশপথে সমস্তরকম ডাক এবং পার্সেল আদানপ্রদান বন্ধ করা হচ্ছে। পণ্য আমদানি বন্ধের পর ডাক যোগাযোগ বন্ধ। বস্তুত পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্তরকম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলল নয়াদিল্লি। ইদানিং বিশ্বজুড়ে পার্সেল বোমা, অর্থাৎ চিঠির খামের মাঝে বা পার্সেলের মাঝে বিস্ফোরক লুকিয়ে নাশকতার ছক কষছে জঙ্গিরা। পাকিস্তানি জঙ্গিরাও সেই ধরনের পার্সেল বোমা চিঠি বা পার্সেলের মধ্যে পাঠাতে পারে বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একাংশ। সম্ভবত সেকারণেই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ডাক যোগাযোগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত দিল্লির।

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পরই রুফটপ রেস্তরাঁ বন্ধে সক্রিয় পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্ক স্ট্রিটের ম্যাগমা হাউসে মুখ্যমন্ত্রীর সারপ্রাইজ ভিজিটের পর কলকাতার সব রুফটপ রেস্তরাঁ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা পুরসভা। এবার এক এক করে নোটিস দেওয়া হচ্ছে রেস্তরাঁগুলির মালিকদের। এরপরও তা বন্ধ না হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত বৈঠকও হবে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে শহরের বিভিন্ন হোটেলগুলির অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা কীভাবে ঢেলে সাজানো যায় তা নিয়ে আলোচনা হবে।

শুক্রবার এই নির্দেশ আসতেই শনিবার কলকাতা পুরসভা নেমে গিয়েছে 'অ্যাকশনে'। এ দিন, কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা পৌঁছন পাকস্ট্রিটে। এবার এক এক করে নোটিস দেওয়া হচ্ছে রেস্তরাঁগুলির মালিকদের। এরপরও তা বন্ধ না হলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত বৈঠকও হবে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে শহরের বিভিন্ন হোটেলগুলির অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা কীভাবে ঢেলে সাজানো যায় তা নিয়ে আলোচনা হবে।

জানা যাচ্ছে, শেক্সপিয়ার সরণী থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ ভাবে শনিবার অভিযান চালায় কলকাতা পুরসভা। আর পুরসভার কর্মীদের দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় রেস্তোরাঁর বেআইনি অংশ। তবে সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের তরফে আইনজীবীদের দাবি, তাঁর আইনিভাবে গোটা বিষয়টির মোকাবিলা করবেন।

শহরে একাধিক হোটেল, রেস্তরাঁয় আগুন লাগা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। বড়বাজারের এক হোটেলে আগুন লাগার পর সেখানে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে সারপ্রাইজ ভিজিটে পার্ক স্ট্রিটের ম্যাগমা হাউসে যান মমতা। অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তারপরই কলকাতা পুরসভা আপাতত সব রুফটপ রেস্তরাঁ বন্ধের কথা ঘোষণা করে পুরসভা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে রেস্তরাঁর মালিকদের তা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার রাত থেকেই অভিযানে নেমেছে পুরসভা।

মেয়র শুক্রবার বলেন, 'ছাদে চলা রেস্তরাঁগুলি বন্ধ করতে হবে। নিচে আগুন লাগলে মানুষ যাতে ছাদে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। সেই জন্যই এই সিদ্ধান্ত।' এবার রেস্তরাঁগুলিকে নোটিস পাঠানো শুরু করল পুরসভা।

নোটিস পাঠানো শহরের রুফটপ রেস্তরাঁগুলি নিম্নরূপ

১. পার্ক স্ট্রিট এলাকার সাতটি রুফটপ বার-রেস্তরাঁ। দ্য স্কাই স্টোরি, রুটস, আউরিস হোটেল অফ ফোর, দ্য গোল্ডেন পার্ক, ড্রাঙ্কেন টেডি, স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড, এলএমএনওকিউ।
২. শেক্সপিয়র থানা এলাকার ৮টি রুফটপ বার-রেস্তরাঁ। রয়েছে হ্যাশট্যাগ, সোল, অলটেরা, দ্য অ্যাসটোর, পার্ক স্ট্রিট সোশাল, কিউ এআই কিউ এআই, দ্য লর্ডস অ্যান্ড ব্যারনস, ইটিং হাউস কাম রেস্তরাঁ।
৩. ভবানীপুর থানা এলাকার তিনটি রুফটপ বার-রেস্তরাঁ রয়েছে এই তালিকায়। রয়েছে ক্লাউড ট্যাভেরন, ক্লাব কলকাতা মিক্সটেপ, রোমানিয়া কানহা কনফেকশনারি।
৪. টালিগঞ্জের থানা এলাকার দু'টি-নমনস ইন, ক্যালোরি এইচআইসি।
৫. নিউ আলিপুরের জায়কা, চেতলার রুফটপ, বেলেঘাটার কিচেন কিউ স্পেশালিটি, ট্যাংরার কলকাতা ৪৬, বড়বাজারের মিস অলিভ, গিরীশ পার্কের ক্যাফে সিক্সটিনথ এয়ার কাসা, হেয়ার স্ট্রিটের মাইট কুইনস বার, নিউ মার্কেটের ব্লু অ্যান্ড বেয়ন্ড, আনন্দপুরের মনজিলাত, প্রগতি ময়দানের লা ফেলিস, যাদবপুরের স্ক্যাপ ইয়ার্ড।
৬. তালিকায় রয়েছে গড়ফার স্টেমিন মাগস, জাফরান বার, স্পাইস অফ জয়। নেতাজি নগরের আফটার নাইন বার, টি কে কে রেস্তরাঁ, রাজ রেস্তরাঁ।
৭. সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে কসবা থানা এলাকায়। এখানকার ১০টি রুফটপ বন্ধ করা হয়েছে। তালিকায়-ভিভান্ত, সিংজি ধাবা, লা ফ্লেম, এইচ টু ও নভলিটি অফ ৩৮৭, চিনি কম, মিস চিলিস, মিস সেন হোটেলস, এশিয়া কিচেন, হপ্পিপোলা, জারা।
৮. বেহালার দুটি-ফ্রিকশন ক্যাফে, হোটেল রয়্যাল হাইট, পর্ণশ্রীর তিনটি, বেনিয়াপুকুরের দু'টি, তোপসিয়ার তিনটি, বালিগঞ্জের পাঁচটি, গড়িয়াহাটের তিনটি, তিনজলার একটি রুফটপ বন্ধ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, লেক থানার একটি, কড়েয়ার ৫টি, রবীন্দ্র সরোবরের ৬টি, এনপিপিএসের একটি, ওয়াটগঞ্জের দুটি এবং রাজাবাগানের একটি রুফটপ বন্ধের নোটিস দেওয়া হয়েছে।

দু'দিনের সফরে সোমবার মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘা সফরের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গন্তব্য মুর্শিদাবাদ। দু'দিনের সফরে সোমবার তিনি সেখানে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা করে হিংসার ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নবাবের শহর। ঘটে প্রাণহানিও এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, উপযুক্ত সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদ যাবেন। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে তিনি সেখানে যেতে চান না বলে জানিয়েছিলেন। পুলিশ ও প্রশাসন হিংসা-দীর্ণ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার কাজ করছে। সেই কাজ সম্পন্ন হলেই তিনি মুর্শিদাবাদ যাবেন বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

গোয়ার মন্দিরে পদপিষ্ট: মৃত অন্তত ৭, খোঁজ নিলেন মোদি

পানাজি, ৩ মে: গোয়ার লাইরাই দেবীর মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৩০-রও বেশি। শুক্রবার অনেক রাতে শিরগাঁওয়ে মন্দিরের বার্ষিক শোভাযাত্রা 'শ্রী লাইরাই যাত্রা'য় অংশ নেন হাজার হাজার মানুষ। তখনই ঘটে যায় অঘটন। আহতদের গোয়া মেডিক্যাল কলেজ ও উত্তর গোয়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কেন এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত উত্তর গোয়া জেলা হাসপাতালে আহতদের দেখতে গিয়েছেন। পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন তিনি। পরে এক্স হ্যান্ডলে তিনি জানিয়েছেন যে, গোটা পরিস্থিতি তিনি ব্যক্তিগত ভাবে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। পাশাপাশি প্রমোদ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে। তিনি এই কঠিন সময়ে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোয়ার মন্দিরে পুণ্যার্থীদের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি গোয়ার বিজেপি সরকারের 'অপদার্থতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানালেন তিনি। অভিষেকের কথায়, ডবল ইঞ্জিন সরকারের অধীনে থাকা হাথরাস থেকে গোয়া, সর্বত্রই একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। যা ডবল ইঞ্জিন সরকারের অপদার্থতার প্রমাণ। এক্স হ্যান্ডলে অভিষেক লেখেন, 'গোয়ার শ্রীদেবী লাইরাই মন্দিরের মর্মান্তিক ঘটনায় আমি যন্ত্রণাক্লিষ্ট। প্রিয়জনহারা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

পহেলগাঁও-কাণ্ডের জঙ্গিদের খোঁজে কলম্বো বিমানবন্দরে জোর তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ৩ মে: পহেলগাঁও কাণ্ডে জড়িত জঙ্গিরা বিমানে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় পৌঁছোতে পারে। গোয়েন্দা সূত্রে এই খবর পেয়েই কলম্বোর বন্দরনায়েকে বিমানবন্দরে চলল তল্লাশি অভিযান। ভারতের গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, চেন্নাই থেকে বিমান ধরে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় পৌঁছেছে পহেলগাঁও হামলায় যুক্ত জঙ্গিরা। এমন খবর আসার পরেই সতর্ক করা হয় কলম্বো প্রশাসনকে। বিমানটি কলম্বোয় অবতরণ করার পরেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। শ্রীলঙ্কার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, চেন্নাই থেকে কলম্বোয় আসা একটি বিমানে ছয় সন্দেহভাজন জঙ্গি রয়েছে; এমনই সতর্কবার্তা এসেছিল ভারত থেকে। তার পরেই ওই বিমানে তল্লাশি অভিযান।

পহেলগাঁও পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে নয়াদিল্লিতে মোদি-ওমর বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৩ মে: দিল্লিতে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার বিকেলে বৈঠকটি হয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন, ৭, লোককল্যাণ মার্গে। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর এই প্রথম বৈঠক হল মোদি এবং ওমরের। বৈঠকে দু'জনের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে, আনুষ্ঠানিকভাবে তা জানানো হয়নি। তবে সরকারি সূত্রে খবর, জম্মু ও কাশ্মীরে পহেলগাঁও পরবর্তী নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর টানা ন'দিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করছে পাকিস্তান। বিনা প্ররোচনায় গুলি চালাচ্ছে ভারতীয় সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে। পাল্টা জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাও। ওই সূত্রের দাবি, মোদি-ওমর বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়। কোন উপায়ে প্রত্যাঘাত করা হবে, আলোচনায় তা-ও উঠে আসে। তা ছাড়া কাশ্মীরে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়েও দু'জনের মধ্যে কথা হয়।

সম্প্রতি পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় এক দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। সে দিন বিধানসভায় বক্তৃতার সময়ে পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন ওমর। বলেন, 'আমি জানি না মৃতদের পরিবারের কাছে কী ভাবে ক্ষমা চাইব। আয়োজক হিসাবে পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরানো আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু আমি পারিনি। ক্ষমা চাওয়ার কোনও ভাষা আমার কাছে নেই।'

ভারত-অ্যাঙ্গোলা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও উঠল পহেলগাঁও প্রসঙ্গ, ফের হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ মে: ভারত-অ্যাঙ্গোলা দ্বিপাক্ষিক সাংবাদিক সম্মেলনেও প্রধানমন্ত্রীর মুখে উঠে এল পহেলগাঁও প্রসঙ্গ। পহেলগাঁওয়ে হামলাকারী ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা ছাড় পাবে না। আরও একবার জোর গলায় হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানিয়ে দিলেন, সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি দিতে ভারত সরকার বদ্ধপরিকর।

এই মুহূর্তে ভারতে রয়েছেন অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি জোয়াও লরেন্সু। তাঁকে পাশে বসিয়েই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু। আমরা সন্ত্রাসবাদী এবং সন্ত্রাসে মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' একই সঙ্গে পহেলগাঁও হামলার পর যেভাবে অ্যাঙ্গোলা ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে, সেজন্য সেদেশের প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বস্তুত, মোদি বারবার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, সন্ত্রসদমনে চেষ্টার কোনও কসুর ভারত সরকার করবে না। হামলার দুদিন বাদেই বিহারের এক সভা থেকে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলে দেন, মুখ বুঝে সন্ত্রাস সহ্য করার দেশ ভারত নয়। জঙ্গিদের শনাক্ত করে, খুঁজে বের করে শাস্তি দেবে সরকার। প্রধানমন্ত্রী বলে দেন, 'ভারতের আত্মায় আঘাত করার দুঃসাহস যারা দেখিয়েছে, তারা ছাড় পাবে না। পৃথিবীর যে প্রান্তেই লুকিয়ে থাক, তাদের খুঁজে বের করে মারবে ভারত।' শুধু তাই নয়, যারা এই সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেয়, যারা আড়াল থেকে সাহায্য করে, তাদের যেটুকু অস্তিত্ব অবশিষ্ট আছে, সেটাও গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সেই হুঁশিয়ারির পর ভারত একাধিক পদক্ষেপ করেছে। তবে এখনও পহেলগাঁও হামলার মূল অভিযুক্তরা মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে। আবার সন্ত্রাসে মদতের অভিযোগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক পদক্ষেপও করছে নয়াদিল্লি। তবে এখনও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বা মদতদাতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনওরকম সামরিক পদক্ষেপ করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ফের প্রধানমন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Prabha Tiwari W/o. Moti Sagar Tiwari, residing at 140, Bidhan Sarani, Shyambazar Mail, P.S. Shyampukur (W.B.), Kolkata - 700 004 shall henceforth be known as Prabhawati Tiwari as declared before Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta vide affidavit no. 6087 dated 29.04.2025. Prabha Tiwari and Prabhawati Tiwari both are same & one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

রাজ্জাক মন্ডল পিতা মৃত সমিরুদ্দিন মন্ডল গ্রাম মুরারীপুর বাগলপাড়া পোঃ জুড়ানপুর থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ জুড়ানপুর মৌজা জেএল নং ৬৭ পাওয়ার দলিল নম্বর IV42/১৯৯৬, সদর বহরমপুর। দাগ নম্বর ২৩৬ খতিয়ান ১৯৪৯, জমির পরিমাণ ১ শতক। ক্রেতা আঞ্জুরা বিবি স্বামী রাজ্জাক মন্ডল গ্রাম মুরারীপুর বাগলপাড়া পোঃ জুড়ানপুর মৌজা জুরানপুর জেএল নং ৬৭ দলিল নং ১২৮০৩/২০১৩ ডোমকল এ.ডি.এস.আর. দাগ নং ২৩৬ খতিয়ান ১৯৪৯ জমির পরিমাণ ১ শতক। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি বা মতামত থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অফিসে যোগাযোগ করবেন নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

লিখিতং আলিয়া বিবি মন্ডল, স্বামী-ফকির আহম্মদ মন্ডল, সাং- উত্তর পাঁচপোতা, পোঃ- রাউতাড়ী, থানা-চাকদহ, জেলা- নদীয়া, দীগরের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ২০/০৫/২০১৪তারিখে চাকদহ এ.ডি.এস. আর অফিসের I নং বহির ২২৩৮ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মুলে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। আমমোক্তার দলিল বলে আমরা তপন কুমার পাল, অভিষেক পাল ও পুতুল পাল ভিন্ন ভিন্ন রেজিষ্ট্রীকৃত কোবলা দলিলমূলে খরিদ করি। দলিলের তপশীল জেলা- নদীয়া, ৩১ নং জয়কৃষ্ণপুর মৌজায় এল.আর ১৩০৭, ১৩০৭/১, ১৩১২,২০৫৫, ২৫২৮, ৪৫৭০, ৪৫৭২, ৪৫৭৩, ৪৫৭৪, ৪৫৭৫ নং খতিয়ানের অর্ন্তগত আর এস ও এল. আর ৪৯৪ ও ৫০০ নং দাগে ৬৮.৭৯৪ শতক জমি খরিদা। এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, আমি রেকর্ড করাই কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে এক মাসের মধ্যে তাহার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী সোনালী বিশ্বাস, পিতা- শ্রী গৌতম বিশ্বাস, সাং- উত্তর বাঘনা, পো: বাঘনা, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৪৯, ১ নং বিক্রেতা আমার মাতা শ্রীমত্যা পারুল বর্ম্মন মহাশয়ার নিকট প্রাপ্ত হইয়া পিতার ওয়ারিশসূত্রে এবং ২নং বিক্রেতা গত ইং- ৩১/১২/২০২০ তারিখে শ্রীমতী বাসন্তী পণ্ডিত (বর্ম্মন), পিতা- মৃত নিতাই (বর্ম্মন), সাং- ১ নং রামগোপাল সেন স্ট্রীট, পোঃ+থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ মহাশয়ের নিকট হইতে ২৫/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৮৩৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী সুকমল দে, পিতা- মৃত সন্তোষ কুমার দে, সাং- ভগবতী ডাঙ্গা, পোঃ+থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২।

-: তপশীল :-

জেলা- নদীয়া এ.ডি.এস.আর ও থানা- শান্তিপুর, মৌজা- বাইগাছী- ২৫ নং এল.আর. খতিয়ান- ৭০৩৫, ৭০২৮, ২১২৫, এল.আর. দাগ- ৫৫১, পরিমান- ০.০৫৩২ শতক। উক্ত ব্যক্তি মিউটিশন করিবার নিমিত্তে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে শান্তিপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

CHANGE OF NAME

I, Sailendra Tiwari S/o. Moti Sagar Tiwari, residing at 140, Bidhan Sarani, Shyambazar Mail, P.S. Shyampukur (W.B.), Kolkata - 700 004 shall henceforth be known as Sailendra Kumar Tiwari as declared before Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta vide affidavit no. 6086 dated 29.04.2025. Sailendra Tiwari and Sailendra Kumar Tiwari both are same & one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

গত 02/05/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 1685 নং এফিডেভিট বলে আমি **Sital Chatterjee** S/o. Lt. Pradyut Kumar Chatterjee সাং আর.এন. রোড, মনসাতলা, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৭ ঘোষণা করিয়াছি যে, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ২৪ নং ওয়ার্ডে, মৌজা ও থানা চন্দননগর, সিট নং ২২ এর অন্তর্গত আমার যৌথ ৪৯৯ নং হোল্ডিং সম্পত্তিতে ভ্রম বশতঃ আমার ও অন্যান্যদের নামের সহিত **Iva Mukherjee** D/o. Gopal Chandra Chatterjee মহাশয়ার নাম নথিভুক্ত হইয়াছে। যাহার সহিত আমার বা আমার সম্পত্তির কোন সম্পর্ক, যোগসূত্র বা পরিচিতি নাই।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী বিজন বিশ্বাস, পিতা- কার্ত্তিক বিশ্বাস, সাং- পরেশনাথপুর, পো:- ফুলিয়া কলোনী, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, বিগত ইংরেজি ২৬/০৫/২০১১ তারিখে শান্তিপুর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৭৯ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারগণ ও স্বয়ং ১) শ্রী নারায়ন সরকার ২) শ্রী দীপক সরকার ৩) শ্রী দীপেন সরকার সকলের পিতা- মৃত নগেন্দ্রনাথ সরকার, সং- পরেশনাথপুর, পো:- বুঁইচা, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০২।

-: তপশিল :-

জেলা- নদীয়া এ.ডি.এস.আর. ও থানা- শান্তিপুর, মৌজা- ৭৩ নং উদয়পুর, এল.আর. খতিয়ান- ২৭৮৫, এল.আর. দাগ নং- ৪৪৯/১৬০৮, পরিমাণ- .০০৩৬ শতক। উক্ত ব্যক্তি মিউটিশন করিবার নিমিত্তে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে শান্তিপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী ছটিয়া দেবী** স্বামী ৺ঝুমক সাউ, সাকিম বি এম রোড, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, **২)শ্রীমতী শান্তি দেবী** স্বামী ৺ভগবান সাউ, সাকিম কাঁকিনাড়া, জগদ্দল, উঃ ২৪পরগনা, **৩)শ্রীমতী রাজকুমারী দেবী**, সাকিম বি এম রোড, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, **৪)শ্রীমতী সমপতি দেবী** স্বামী ভরত সাউ সাকিম খিদিরপুর, কলকাতা-২৩ মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৫/০১/২০০৭ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-07/2007 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী রাজেন্দ্র সাউ** পিতা ৺ঝুমুক সাউ সাকিম বি এম রোড, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৪/০১/২০০৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-128/2007 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **কৃষ্ণ কুমার সাউ** পিতা ৺ধোবী লাল সাউ সাকিম ৩,বি এম রোড, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়কে সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌরহাটি চাঁপদানী, ২১ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক আর.এস. ২৭৪ নং খতিয়ানে, সাবেক আর.এস. ৫২২১ নং দাগে কমবেশী ২ কাঠা ১৩ ছটাক বা কমবেশী ০.০৪৭ একর বাস্তু সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **কৃষ্ণ কুমার সাউ** পিতা ৺ধোবী লাল সাউ তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **শ্রী রাজেন্দ্র সাউ** আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী দেবাশীষ বসাক, পিতা- শ্রী উপেন বসাক, সাং- ২ নং নতুন ফুলিয়া মাঠপাড়া, পো:- ২ নং নতুন ফুলিয়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০২। বিগত ইংরেজী ০৮/০৬/১৯৯০ তারিখে এ.ডি.এস.আর. রানাঘাট-২ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২৭১৯ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শান্তিরঞ্জন বসাকের নিকট প্রাপ্ত হইয়া শ্রী শান্তি বসাক ও সুনীল বসাক, পিতা- মৃত মহেন্দ্র বসাক, পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রী উদয় চন্দ্র দাস, পিতা- শ্রী বৈদ্যনাথ দাস, সাং- ২ নং নতুন ফুলিয়া মাঠপাড়া, পো:- ২ নং নতুন ফুলিয়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া মহাশয়ের নিকট হইতে ১৩/০২/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শান্তিপুর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৬ নং আমোক্তারনামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারদ্বয়।

-: তপশিল :-

জেলা- নদিয়া এ.ডি.এস.আর. ও থানা- শান্তিপুর, মৌজা- ৫৮ নং শুকপুকুরিয়া, এল.আর. খতিয়ান- ১৫৯/১, এল.আর. দাগ নং- ৬২১, পরিমাণ- .০৩৩০ শতক। উক্ত ব্যক্তি মিউটিশন করিবার নিমিত্তে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে শান্তিপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **Om Prakash Gupta** S/o. Dhanna Lal Gupta R/o. Vishupuri Tonk Road, Jaipur-302018 & also 8/1/A Dewangazi Road, Bally, Howrah-711201, মহাশয় বিগত ইং ০৮/১০/২০১৩ তারিখে A.R.A.-III, কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-7268/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(জে.এম.টি বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড,** সাকিম ৮/১/এ, দেওয়ানগাজী রোড, বালি, হাওড়া-৭১১২০১ এর পক্ষে **ডাইরেক্টর শ্রী মুকেশ সিং** পিতা রাম কুমার সিং, সাকিম ৮/১/এ, দেওয়ানগাজী রোড, বালি, হাওড়া-৭১১২০১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ৩১/০১/২০২৫ তারিখে A.R.A.-IV, কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1572/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **Ashfak Hossain** S/o. Golam Goues, সাকিম ১৩, শিবপুর, গাজীর দর্গা, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী-৭১২৫০৩ মহাশয়কে একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় করিয়াছি।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ০৭ নং জে. এল. ভুক্ত, সাবেক ১৪৭২ তথা হাল এল.আর. ২২৩০, ৮০৭২, ২০০৫/১, ১৯৮২/১ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫১১৭ তথা হাল এল.আর. ৬৭৯ নং দাগে বাস্তু জমি ১১ কাঠা ১৪ ছটাক ০৮ বর্গফুট তন্মধ্যে ৮০৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া ভুক্ত যাহার ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাট যাহার নং ১০৪, অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **Ashfak Hossain** S/o. Golam Goues, তাহার উক্ত খরিদা ফ্ল্যাটটি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

জে.এম.টি বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে ডাইরেক্টর শ্রী মুকেশ সিং (আমমোক্তার)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমুহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী মোকাম শ্রীরামপুর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) কাম ডিসট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৩ সালের ৭০ নং অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী- মুন্দ্রিকা দেবী, স্বামী- স্বর্গীয় সিয়ারাম মিশ্র, সাং- ১৬/৫, বড় বাগান লেন (তরুণ সংঘ ক্লাব এর নিকট), পো:- মল্লিকপাড়া, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন: ৭১২ ২০৩।
মৃত ব্যক্তি - **মনোজ কুমার মিশ্র,** পিতা- মৃত সিয়ারাম মিশ্র, সাং- ৬১/বি, বিবেকানন্দ সরণী, পো:- নবগ্রাম, থানা-শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী।
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে অত্র মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারী সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) কাম ডিসট্রিক্ট ডেলিগেট, শ্রীরামপুর হুগলী আদালতে, নিম্ন তপশীল বর্নিত শ্রীরামপুর ইউকো ব্যাঙ্ক শাখায় এবং এল আই সি শ্রীরামপুর শাখায় রক্ষিত **মোট ১,০৮,০৪,৮০৬.৯২ টাকার জন্য মৃত মনোজ কুমার মিশ্রর** ওয়ারিশ হিসাবে ২০২৩ সালের ৭০ নং অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, যাহা আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে।
সেকারণে জানানো যাইতেছে যে নোটীশ প্রকাশিত হইবার ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমার দরখাস্তের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে তাহারা নিজে অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী মতে মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির পরিচয়

"A" SCHEDULE ASSETS (DEPOSITS)

Bank Name	Branch	Account No.	IFSC Code	Amount (14.8.23)
UCO Bank	Serampore	17830210000762	UCBA0001783	Rs. 50, 32,242.95/-
UCO Bank	Serampore	17830310130667	UCBA0001783	Rs. 35,59,393/-
UCO Bank	Serampore	17830310110386	UCBA0001783	Rs. 6,61,868/-
UCO Bank	Serampore	17830100001751	UCBA0001783	Rs. 3,55,040.77/-
UCO Bank	Serampore	17830310111598	UCBA0001783	Rs. 6,55,900/-
UCO Bank	Serampore	17830310100974	UCBA0001783	Rs. 26,48,626/-
UCO Bank	Serampore	17830310113769	UCBA0001783	Rs. 15,56,002/-
UCO Bank	Serampore	17830310084373	UCBA0001783	Rs. 8,15,583 /-

"B" SCHEDULE LIABILITIES

Bank Name	Branch	Account No.	IFSC Code	Amount (14.8.23)
UCO Bank	Serampore	17830510000793	UCBA0001783	Rs. 21,40,829.80/-
UCO Bank	Serampore	17830610009390	UCBA0001783	Rs. 23,39,019/-

"C" SCHEDULE ASSETS (A SCHEDULE - B SCHEDULE)

Deposit lying in the Bank mentioned in the "A" Schedule is Rs. 15,284,655.72/-
Less Liabilities lying in the Bank mentioned in the "B" Schedule is Rs. 44,79,848.80/–
Amount of Assets- Rs. 15,284,655.72 - Rs. 44,79,848.80= **Rs. 1,08,04,806.92/-**
along with interest to be paid by the bank to the claimant (Payable by the Bank authority being UCO Bank, Serampore Branch.

D-Schedule PARTICULARS OF LIC POLICIES (at LICI, Serampore Branch)

Policy No.	Amount	Policy No.	Amount
405179678	Rs. 1,00,000/-	405179670	Rs. 1,00,000/-
405179677	Rs. 1,00,000/-	405179672	Rs. 1,00,000/-
405179674	Rs. 1,00,000/-	405179688	Rs. 3,00,000/-

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
স্বা/- **অরূপ কুমার শী**

আদালতের অনুমত্যানুসারে
স্বা/- **সমীর চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদারবাবু)**
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
কাম ডিসট্রিক্ট ডেলিগেট,শ্রীরামপুর, হুগলী, পঃবঃ

তাং-১১.০৩.২০২৫

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী আরতি পাকিড়া** পিতা ৺হরনারায়ন দেবদাস সাকিম কামদেবপুর, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়া বিগত ইং ২৪/০২/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1264/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রদীপ রায়** পিতা ৺দেবব্রত রায় সাকিম কপিডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ১)বিগত ইং ২২/০৪/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4260/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী উজ্জ্বল মন্ডল** পিতা শ্রী রবীন কান্তি মন্ডল সাকিম আকনা (নতুনপাড়া), সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়কে ২ কাঠা ৮ ছটাক ৩২ বর্গফুট সম্পত্তি, ২)বিগত ইং ১৭/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1973/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী নিলিমা সরকার** স্বামী নিত্যানন্দ সরকার সাকিম কানাগড় সুভাষ পল্লী, চুঁচুড়া, নলডাঙ্গা, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়াকে ১ কাঠা ১২ ছটাক ৮ বর্গফুট সম্পত্তি, ৩)বিগত ইং ১২/০৫/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4203/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অবিনাশ চৌধুরী** পিতা স্বপন চৌধুরী সাকিম শান্তি পল্লী, কোদালিয়া, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ১ কাঠা ১৪ ছটাক ১৬ বর্গফুট সম্পত্তি, এবং ৪)বিগত ইং ১২/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2905/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বিপুল সিকদার** পিতা বিধান সিকদার সাকিম ৫ নং কৃষ্ণপুর, চুঁচুড়া, রবীন্দ্রনগর, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ১ কাঠা ৫ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে চারটি পৃথক পৃথক কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা আকনা, ১৪ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ২৩৭ নং খতিয়ানে, সাবেক ২৮৪ নং তথা হাল এল.আর. ৩৩২ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ১৭২ শতকের মধ্যে ৫৮ শতক আমমোক্তারকৃত্ সম্পত্তির মধ্যে উপরিউক্ত চারটি পৃথক পৃথক কোবালা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত্ সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **১)শ্রী উজ্জ্বল মন্ডল** পিতা শ্রী রবীন কান্তি মন্ডল, **২)শ্রীমতী নিলিমা সরকার** স্বামী নিত্যানন্দ সরকার, **৩)শ্রী অবিনাশ চৌধুরী** পিতা স্বপন চৌধুরী এবং **৪)শ্রী বিপুল সিকদার** পিতা বিধান সিকদার মহাশয়গণ তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা মে । রবিবার। ২০ শে বৈশাখ । শুক্লা সপ্তমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরি চন্দ্র র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পুর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মৃত্যুর পরেও সাত পাকে বাঁধা, ক্যানসারে প্রিয়াকে হারিয়ে মৃতদেহে মালা বদল

রাজীব মুখোপাধ্যায় • হাওড়া

স্তন ক্যানসারে প্রয়াত মৌলী মণ্ডলের নিথর দেহেই বিবাহের সমস্ত রীতিনীতি পালন করলেন প্রেমিক সাগর বারিক। শুধু ভালবাসা নয়, প্রতিশ্রুতি, দায়িত্ব আর মর্যাদার এক অমর নিদর্শন রেখে গেল হাওড়ার এক নিঃশব্দ প্রেমগাথা। হাওড়ার সাঁকরাইল মানিকপুর কালীতলা স্কুল মাঠ এলাকার তরুণী মৌলী মণ্ডল। প্রেমিক সাগর বারিকের বাড়ি সাঁকরাইলের হাওয়াপোতা এলাকায়। দীর্ঘ ১২-১৩ বছরের প্রেমের সম্পর্ক। দুই পরিবারের সম্মতিতে ঠিক হয়েছিল, আগামী কিছু মাসের মধ্যেই তাঁদের বিয়ে হবে। পাকা দেখা সম্পন্ন, আশীর্বাদও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই জীবনের পর্দা নামিয়ে চলে গেলেন মৌলী। কয়েক মাস আগে ধরা পড়ে স্তন ক্যানসার। অস্ত্রোপচার হয়, কেমোথেরাপি চলে। কষ্ট করে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আশায় বুক বেঁধেছিল দুই পরিবার, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎই ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন মৌলী। শরীরে জল জমতে শুরু করে,

বুকে চাপ, শ্বাসকষ্ট। চিকিৎসার পরও আর ফিরে আসেননি। ২৩ বছরের তরতাজা জীবন থেমে গেল ক্যানসারের নিষ্ঠুর ছোবলে। তবে ভালবাসা থামেনি। সাগর থামেননি। যে সম্পর্কের শুরু স্কুলে, যাঁকে ঘিরেই জীবনের সব স্বপ্ন বোনা, সেই মৌলীকে বিয়ে করবেন এটাই ছিল সাগরের জীবনের সবচেয়ে বড় সংকল্প। সেই সংকল্প রক্ষা করলেন মৃত্যু পরেও। মৌলীর নিথর দেহেই মালা বদল করলেন সাগর। সিঁথিতে সিঁদুর পরালেন, হাতে পরালেন শাঁখা-পলা। উপস্থিত আত্মীয়দের চোখের জল আর নীরবতা সাক্ষী হয়ে রইল সেই অশ্রুসজল মুহূর্তের। এরপর মৌলীর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় সাগরের বাড়ি হাওয়াপোতায়। সেখানে একজন স্ত্রীর মর্যাদায় সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। শ্রাদ্ধ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানও হয় সেখানেই। সমাজে এক 'বিধবার' নয়, তিনি রইলেন সাগরের স্ত্রী হিসেবেই, ভালোবাসা, সম্মান, দায়িত্ব সব মিলিয়ে এক চিরন্তন দৃষ্টান্ত। ভালোবাসা কি সত্যিই মৃত্যুকে হারাতে পারে? সাঁকরাইলের এই নিঃশব্দ, হৃদয়বিদারক প্রেমগাথা যেন সেই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর হয়ে রইল; হ্যাঁ, ভালোবাসা চিরন্তন।

সত্যজিৎ রায়ের ১০৪ তম জন্ম দিবসে, তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা মেয়র পারিষদ সদস্য অসীম বসু। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে শুভেচ্ছা বার্তা ও ফুল পৌঁছে দেন তিনি।

সারা বাংলা জুড়ে শ্রমিক শোষণ চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হাজিনগর হুকুমচাঁদ জুটমিলে শ্রমিকদের ওপর মালিক পক্ষের জুলুমের প্রতিবাদে শনিবার বিকেলে মিলের তিন নম্বর গেটে শ্রমিক অধিকার জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় যোগ দিয়ে তৃণমূল সরকারকে বিঁধলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং। শ্রমিকদের ওপর জুলুমের প্রতিবাদে এদিন তিনি সোচ্চার হলেন। তাঁর দাবি, সারা বাংলা জুড়ে শ্রমিক শোষণ চলছে। হুকুমচাঁদ জুটমিলেও শ্রমিক শোষণ চলছে। গোটা বাংলায় প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে কর্মরত অবস্থায় হুকুমচাঁদ জুটমিলে দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অথচ মৃত দুই শ্রমিক পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এদিনের জুটমিল গেটের সভা মঞ্চ থেকে মৃত শ্রমিক পরিবার পিছু দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং মৃতদের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবি করলেন শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, এখানকার সাংসদ তথা বিধায়ক মিল থেকে পয়সা নেয়। তাই মিল কর্তৃপক্ষের মান খুব বেড়ে গেছে। প্রসঙ্গত, একদা নৈহাটি-গৌরীপুর শিল্পাঞ্চলকে শিল্পের জোয়ার ছিল। কিন্তু এই শিল্পাঞ্চল রুগ্ন দশায় পরিণত। গৌরীপুর শিল্পাঞ্চল শেষ হওয়ার জন্য নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্তমান সাংসদ পার্থ ভৌমিককেই দায়ী করলেন শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং। তার অভিযোগ, পার্থ ভৌমিক লুটেপুটে সব শেষ করে দিয়েছে। তৃণমূল সরকারের পাশাপাশি এদিন তিনি বাম সরকারকেও নিশানা করেন। শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং ক্ষোভের সুরে বলেন, বামআমলে রাজ্যে ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। টিকে থাকা কলকারখানাগুলো তৃণমূল জমানায় প্রায় শেষের পথে। লুটপাটের জেরে বহুবর বন্ধ থাকা গৌরীপুর জুটমিল পুরো ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। সিসি কোম্পানি ও জেনসন অ্যান্ড নিকোলসন রং কারখানা বহু বছর যাবৎ বন্ধ। ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প অর্থাৎ আইপিপি কারখানা হাল অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁর অভিযোগ, হুকুমচাঁদ জুটমিল শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার চলছে। তাই বহু স্থায়ী শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে চলে যায়। আর শ্রমিকরা চলে গেলে সেখানে তৃণমূল নেতারা ঠিকাদারি প্রথা চালাবেন। বীজপুরের যুবনেতা সুব্রত সুদীপ দাস বলেন, কয়েক বছর ধরে হুকুমচাঁদ জুটমিলে শ্রমিক শোষণ চলছে। ন্যায্য দাবি-দাওয়া থেকে এখানকার শ্রমিকরা বঞ্চিত। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, এখানকার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে বিধায়ক ও সাংসদ তৃণমূলের। অথচ শ্রমিকদের হয়ে কেউ আওয়াজ তুলছেন না। বিপন্ন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন বিজেপির অমিত চৌবে ও শিল্পাঞ্চলের ঝাঁ-রা। তাঁর দাবি, শিল্পাঞ্চলে বিপন্ন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান একমাত্র শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি রবি শঙ্কর সিং, বীজপুর-২ মণ্ডল সভাপতি সজল কর্মকার, বীজপুর-৪ মণ্ডল সভাপতি অমিত চৌবে সহ অন্যান্যরা।

রাজ্যে একত্রিত গ্রামীণ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করল ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের তিনটি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক একত্রীকরণের মাধ্যমে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংক'-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হল ১ মে থেকে। ভারত সরকারের 'ওয়ান স্টেট, ওয়ান আরআরবি' নীতির আওতায় বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক ও উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংককে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় একত্র করা হয়েছে। ৩১ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত তথ্য অনুসারে, নতুন ব্যাংকের মোট ব্যবসা ৫১৫৩৬ কোটি টাকা (আমানত ৩৩০৩৮ কোটি, ঋণ ১৮৪৯৮ কোটি)। রাজ্যের সমস্ত জেলায় ১৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ৯৬০টি শাখা ও ৪৪২১টি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র থাকবে। এসএলবিসি তথ্য অনুযায়ী, শাখা নেটওয়ার্কে এটি চতুর্থ বৃহত্তম, কৃষি ঋণে দ্বিতীয় ও এসএইজি ঋণে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া জনধন অ্যাকাউন্ট খোলায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিষেবা অবিচ্ছিন্ন থাকবে, সব শাখা নতুন নামে চলবে এবং গ্রাহকদের জন্য ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা আরও প্রসারিত হবে। লক্ষ্য, গ্রামীণ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে গতিময় করা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংকের প্রথম চেয়ারম্যান অলোক কুমার গোয়েল।

'আমি দিল্লির বিমানে চাপিনি', বিজেপির অন্দরে ফের বেনোজলের ইঙ্গিত দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দেখা যাওয়ার পর থেকেই জল্পনা। সেই বিতর্কে শনিবার ফের ইন্ধন দিলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ইকোপার্কে হাঁটতে গিয়ে বলেন, আমি দিল্লির বিমানে চাপিনি, কারও অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইনি। আমি কারও অনুমতি নিয়ে চলি না। নাম না করে বিঁধলেন বিজেপির 'হঠাৎ নেতা'দের। আশোক দিন্দার সমালোচনার জবাবে তোপ দেগে বলেন, আগেও অনেকে পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়েছে। আমি যে পার্টি দাঁড় করিয়েছি, তার সৌজন্যেই দিঘায় গিয়েছিলাম। পাশাপাশি মমতার রামমন্দির না যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, তিনি রামমন্দিরে সৌজন্য দেখাননি, এখন রামমুখী রাজনীতি করছেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ নিয়ে কটাক্ষ করে দিলীপ বলেন, আমি দিল্লির নেতার বাড়ির সামনে মাথা নত করিনি। বিতর্কের মধ্যেও দাবি করেন, শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাননি। তবে বিজেপির অন্দরমহলে এই মন্তব্য ঘিরে শোরগোল তুঙ্গে।

নতুন ইউনিফায়েড পেনশন প্রকল্পের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের অধীনে নিযুক্ত আইএএস, আইপিএস সহ সর্বভারতীয় ক্যাডারের আধিকারিকদের নতুন ইউনিফায়েড পেনশন প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হবে। রাজ্যের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ট্রেজারি বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে। যদিও নতুন প্রকল্পের আওতায় আসার বিষয়টি ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। তবে যারা এই সুযোগ নিতে চাইবেন তাঁদের নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় আবেদন করতে হবে। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কর্মী-আধিকারিকদের ২০০৪ সাল থেকে ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের (এনপিএস) আওতায় এনেছিল। ওই বছরের জানুয়ারি থেকে কাজে যোগ দেওয়া সব কেন্দ্রীয় কর্মী ও আধিকারিকরা এর আওতায় ছিলেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৪ মে ২০২৫, ২০ বৈশাখ, রবিবার

ফের ৫ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ উদ্ধার, যোগী রাজ্যেই উৎস?

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়দা: জাল ওষুধের তদন্ত করতে গিয়ে ধরা পড়ল আরও জাল ওষুধ। এবার ইউরিম্যাক্স-ডি নামক ওষুধ জাল করে বিক্রি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনার খড়দা থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের এই জাল ওষুধ উদ্ধার করেছেন ড্রাগ কন্ট্রোলের অফিসাররা। জানা গিয়েছে, বাইরের রাজ্য থেকে জাল ওষুধ এনে এ রাজ্যের সংস্থা মারফত সেই জাল ওষুধ কলকাতায় বিক্রি করা হচ্ছিল। সম্প্রতি হাওড়ার আমতা থেকেও জাল ওষুধ ধরেছিলেন রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের অফিসাররা। হাওড়ার আমতার জাল ওষুধের তদন্ত করতে গিয়েই সূত্র মেলে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দার। তারপরে সেখানেও অভিযান চালানো হয় ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফে। দেখা যায় সেখানেও বিক্রি করা হচ্ছে জাল ওষুধ। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দায় এক সংস্থার অফিসে হানা দিয়ে নির্দিষ্ট ব্যাচ নম্বরের সব ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেন রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল এর অফিসাররা। ওই সংস্থার গোডাউনও সিল করা হয়েছে বলে রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফে বলেই সূত্রের খবর।

এদিকে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক সূত্র হাতে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে জানা যায়, অনেকক্ষেত্রেই উত্তরপ্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকত এই জাল ওষুধ। তবে সেই সূত্র ধরে তদন্ত এগোতে গেলেও উত্তরপ্রদেশ

সরকার তেমন কোনও সাহায্য করছে না বলেও অভিযোগ রাজ্য সরকারের। এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, জাল ওষুধের তদন্তে টালবাহানা করছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। রাজ্যের তরফ থেকে এও জানানো হয়, একের পর এক জাল ওষুধ উদ্ধার হওয়ার পর উত্তরপ্রদেশের একাধিক জায়গার যোগসূত্র মিলেছে। কারণ, তদন্তে উঠে এসেছে উত্তরপ্রদেশের একাধিক সংস্থার হদিস। উত্তরপ্রদেশে একাধিক সংস্থা থেকে জাল ওষুধ পাঠানো হচ্ছিল কলকাতায় বলে তদন্তে উঠে আসে। তারপরেই তদন্তের জন্য কিছু তথ্য চেয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে চিঠি দেয় রাজ্য। যেখানে উত্তরপ্রদেশ থেকে কিছু সংস্থার ব্যাপারে জাল ওষুধ নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। এর পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ সরকারের থেকে জাল ওষুধের তদন্তে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির লাইসেন্স বাতিল, ওষুধের নমুনা পরীক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছিল রাজ্য। কিন্তু, উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে সেই চিঠির উত্তরে পাঠানো চিঠিতে রাজ্য অসন্তুষ্ট। কিন্তু তার উত্তরে রয়ে গিয়েছে একাধিক ধোঁয়াশা। সূত্রের খবর, প্রয়োজনীয় তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই উত্তরপ্রদেশের সরকারের তরফে পাঠানো চিঠিতে। তবে, উত্তরপ্রদেশের চিঠিতে সন্তুষ্ট না হয়ে ফের বিস্তারিত তথ্য চেয়ে রাজ্য চিঠি পাঠাবে বলে জানা গিয়েছে। জাল ওষুধের তদন্তে উত্তরপ্রদেশের যে সংস্থাগুলির নাম উঠে এসেছে ও যে যে জায়গা থেকে জাল ওষুধ পাঠানো হচ্ছে তার বিস্তারিত তথ্য চেয়ে ফের চিঠি দিচ্ছে রাজ্য বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।

পুরীর কাঠে দিঘার মূর্তি? ‘জগন্নাথ ধাম’ নাম নিয়ে বিতর্কে দুই রাজ্য, তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ‘জগন্নাথ ধাম’ নাম ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে, প্রতিমায় পুরীর কাঠ ব্যবহারের অভিযোগে তদন্তের নির্দেশ ওডিশা সরকারের। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় নতুন জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর থেকেই বিতর্কে জড়াল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পুরীর নবকালেবর অনুষ্ঠানের অবশিষ্ট নিম কাঠ ব্যবহার করে বাংলার মন্দিরে জগন্নাথ প্রতিমা নির্মাণ ও ‘জগন্নাথ ধাম’ নামকরণ ঘিরে সরব ওডিশা। সরাসরি তদন্তে্র নির্দেশ দিলেন সে রাজ্যের আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধাঁচে তৈরি এই দিঘার মন্দির উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজেশ দ্বৈতাপতি, যিনি ‘দ্বৈতাপতি নিয়োগ’-এর সম্পাদকও। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত কিছু পুরী-সেবায়েত জানিয়েছেন, ২০১৫ সালের নবকালেবর উৎসবের অতিরিক্ত কাঠ দিয়েই তৈরি হয়েছে দিঘার প্রতিমা। যদিও রাজেশ দ্বৈতাপতি পরে সমস্ত দাবি খণ্ডন করে বলেন, আমি এমন কিছু বলিনি। দিঘায় মূর্তি গড়ার জন্য পুরীর কাঠ ব্যবহার হয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন যে, আমি পুরী থেকে কাঠের মূর্তি নিয়েছিলাম।

পাশাপাশি, বাংলার মন্দির থেকে ‘জগন্নাথ ধাম’ শধটি বাদ দেওয়ারও অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, পুরীই একমাত্র স্থান যেখানে ‘জগন্নাথ ধাম’ বলা হয়। দিঘার মন্দিরে সেই শধ প্রয়োগ হওয়ায় বহু ওডিশবাসীর ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীজগন্নাথ টেম্পল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এসজেটিএ)-কে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ওডিশা সরকার। মন্ত্রী হরিচন্দন এসজেটিএ প্রধান অরবিন্দ পাধীকে পাঠানো চিঠিতে লেখেন, যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন, তাহলে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এই ধরনের বিতর্ক জগন্নাথদেবের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আঘাত করছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে দুই রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরেও। কেবল কাঠ নয়, মন্দিরের নাম নিয়েও এই বিরোধকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে আন্তঃরাজ্য সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন। এখন দেখার, তদন্তে ঠিক কী তথ্য উঠে আসে এবং তা কী পরিণতি নেয়।

প্রকাশিত হল হাই মাদ্রাসার ফলাফল, শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার প্রকাশিত হল হাই মাদ্রাসার ফলাফল। এদিন সকালে সাংবাদিক সম্মেলন করে ফল প্রকাশ করেন মাদ্রাসা পর্ষদের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৪০ দিনের মাথায় ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনটি বিভাগ মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল মিলিয়ে মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ৩৭ জন। হাইমাদ্রাসা, আলিম এবং ফাজিল উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানান তিনি। যারা পরীক্ষায় তেমন আশানুরূপ ফল করেনি তাদেরও মনখারাপ না করার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

হাই মাদ্রাসায় চলতি বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪৪ হাজার ৭৩ জন। পাশ করেছে ৩৯ হাজার ৮০৬ জন (পাশের হার ৯০.৩২ শতাংশ)। যুগ্ম প্রথম হয়েছেন মালদহের ফাহমিদা ইয়াসমিন ও শাহিদা পারভিন। প্রাপ্ত নম্বর ৭৮০।

দ্বিতীয় হয়েছে মালদাহর শ্যামসুন নেহার, প্রাপ্ত নম্বর ৭৭৬। তৃতীয় হয়েছে মালদা থেকে আলিফনুর খাতুন, প্রাপ্ত নম্বর ৭৭২। পাশের হারে প্রথম স্থানে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর।

আলিমে মোট পরীক্ষার্থী ১১ হাজার ৫৮৮ জন। প্রথম হয়েছেন মহম্মদ সৈয়দ আলম মণ্ডল, তিনি পেয়েছেন ৮৭৩। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মাসুম বিল্লা গাজি তার নম্বর ৮৭০। তৃতীয় মহম্মদ ওমার ফারুক মণ্ডল পেয়েছেন ৮৫৩।

ফাজিলে মোট পরীক্ষার্থী চার হাজার ৭১৩ জন। প্রথম স্থান দখল করেছেন ইয়ামিন শেখ তিনি পেয়েছেন ৫৬২। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন দু’জন, রাইহান হোসেন ও বাকিবিল্লা গায়েন। তারা পেয়েছেন ৫৫৯। তৃতীয় আধুল হালিম পেয়েছেন ৫৫৮।

‘ভুয়ো’ জন্ম শংসাপত্র দেখিয়ে পাসপোর্টের আবেদন, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নকল জন্ম শংসাপত্র দেখিয়ে পাসপোর্ট তৈরির অভিযোগে ফের কলকাতায় ধরা পরল এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম মহম্মদ আফতাব আলম। বাড়ি রাজাবাগানে। অভিযোগ, মালদার মানিকচকের এক গ্রাম থেকে জন্ম শংসাপত্র জোগাড় করে সেটি ব্যবহার করে পাসপোর্ট বানাতে চেয়েছিল সে। কিন্তু কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তা শাখার আধিকারিকরা যাচাই করতে গিয়ে বুঝতে পারেন, নথিটি ভুয়ো। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃতকে আদালতে হাজির করা হয়েছে।

অন্যদিকে, একটি আলাদা তদন্তে আরও ভয়াবহ তথ্য সামনে এসেছে। আজাদ মল্লিক নামে এক ধৃত ব্যক্তি, যিনি আদতে পাকিস্তানি নাগরিক আজাদ হোসেন, সে বাংলাদেশের পথ ধরে ভারতে প্রবেশ করেছিল বলে জানতে পেরেছে ইডি। অভিযোগ, সে একাধিক বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি নাগরিকের নামেই ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করে পাসপোর্ট ও ভিসা পাইয়ে দিয়েছে। পাসপোর্ট বানাতে সে আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিয়েছে বলে ইডি সূত্রের দাবি। এই চক্রের মাধ্যমে অন্তত ২০০টি ভুয়ো পাসপোর্ট বানানো হয়েছে বলেও অনুমান।

গোয়েন্দাদের দাবি, আজাদের সঙ্গে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের যোগ থাকতে পারে। বিরাটি থেকে গ্রেপ্তারের সময় তার কাছ থেকে একটি পাকিস্তানি ড্রাইভিং লাইসেন্সও উদ্ধার হয়। তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ-ও যোগ দিতে পারে।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য নোটিস পাঠিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এবং তাঁর পুত্র বিধায়ক পবন কুমার সিংকে একাধিকবার নোটিস পাঠিয়েছে রাজ্যের তদন্তকারী এজেন্সি। এবার সেই তালিকায় নবতম সংযোজন প্রাক্তন সাংসদের জামাই-ও। ২০২০ সালে ভাটপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক সংক্রান্ত বিষয়ে ভাটপাড়া থানায় দায়ের হওয়া মামলায় এবার প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের জামাইকেও নোটিস পাঠাল সিআইডি। এই নোটিস নিয়ে শনিবার প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য নোটিস পাঠিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। সিআইডি-র তরফে তাঁর জামাইকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কত নিচু স্তরের রাজনীতি করেন মমতা ব্যানার্জি, এটাই তার প্রমাণ। প্রাক্তন সাংসদের আরও দাবি, তাঁর পরিবার এখানে দেড়শো বছরের বেশি বসবাস করছেন। বাবা ও ঠাকুরদা ব্যবসা করতেন। জামাইও ব্যবসা করেন। তাঁর অভিযোগ, বারবার নোটিস পাঠিয়ে হয়রান করা হচ্ছে।

তাঁরা নাকি কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে টাকা চুরি করেছে। তা-ও আবার দু’চার কোটি টাকা। তাঁর দাবি, সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের পরিবারের ব্যবসা রয়েছে। এমনকী তাদের আয়কর টার্নওভার শুনলে অনেকের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য, এই নিয়ে তাঁর জামাইকে তিনবার নোটিস পাঠানো হল। যদিও এই বিষয়ে আদালতে মামলা চলছে। তাঁর পরামর্শ, কোম্পানির প্রতি যদি কোনও অভিযোগ ওঠে। তাহলে আরবিট্রেটর অর্থাৎ সালিসকারী বসিয়ে সমস্যা মেটানো হোক। সেটা না করে শুধু হয়রানি করা হচ্ছে। অর্জুনের সংযোজন, ভয় দেখানোর জন্য পরিবারের সদস্যদের নিয়ে টানাটানি করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁর পরিবারের সদস্যরা লড়াইয়ের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েও ফেলেছে। তাঁর দাবি, প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ২০২৬ সালে ওনাকে বিদায় নিতে হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা বলেন, লড়াইয়ে জন্য তাঁর পরিবার প্রস্তুত আছে। কিন্তু সরকার বদলে গেল উনি কি কিছু করতে পারবেন।তাঁর অভিযোগ, ওনার ভাইপো কয়লা চুরি, গরু চুরি সবেতেই যুক্ত আছেন। ভাইপোর বন্ধু বিনয় মিশ্র দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। তাঁর কটাক্ষ, ওনার পরিবারের সদস্যরা এখন চিকিৎসা করাতে আমেরিকায় যাচ্ছেন। পড়াশুনা করতে লন্ডনে যাচ্ছেন। দশ বছর আগে ওনাদের পরিস্থিতি কি ছিল, তা বাংলার মানুষ সবই জানেন।

৫৪ নম্বর রুটে বাস বন্ধ রেখে বিক্ষোভ বাসকর্মীদের, অভিযুক্ত তৃণমূল ঘনিষ্ঠ কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতিবাদে থমকে গেল বালি খাল থেকে ধর্মতলা; প্রতিদিনকার মতো সকাল হতেই বাসের চাকা ঘুরবে ভেবেছিলেন যাত্রীরা। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ৫৪ নম্বর রুটের একটিও বাস রাস্তায় নামেনি। বাস না চালিয়ে তীব্র প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন বাসকর্মীরা। অভিযোগ, শুক্রবার রাত্রে তৃণমূল সমর্থিত বাস ইউনিয়নের এক কর্মী বাপি পাত্র মদ্যপ অবস্থায় এক বাস চালককে উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন ও ধাক্কাধাক্কি করেন।

এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ সহকর্মীরা। তারা সকাল থেকে ধর্মতলা মুখী ওই রুটের সমস্ত বাস চালানো বন্ধ রেখেছেন। যার জেরে ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ, বিশেষত অফিসযাত্রীরা। সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়ালেও পথে নামেনি একটি বাসও। সমস্যায় নাকাল নিত্যযাত্রীরা বাধ্য হয়ে অন্য উপায়ে গন্তব্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন।

আক্রান্ত বাসচালক মণীশ সিং জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে বাসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ বাপি পাত্র এসে গালিগালাজ শুরু করে। মদ্যপ অবস্থায় আমাকে ধাক্কাধাক্কিও করে। আমি প্রতিবাদ করিনি, কারণ করলে আরও বড় কিছু হয়ে যেতে পারত। তিনি জানান, ঘটনার পরপরই নিজের মালিককে সব জানান। পাশাপাশি অন্য বাসকর্মীরাও এই আচরণের তীব্র বিরোধিতা করেন ও এই প্রতিবাদে সামিল হন।

জানা গিয়েছে, বালি খাল থেকে ধর্মতলা রুটে মোট ২০টি বাস চলে। কিন্তু শনিবার সকাল থেকে একটিও বাস চলেনি। এই পরিস্থিতিতে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে এসেছেন বাস ইউনিয়নের সভাপতি শেখ মজিজুর রহমান। তিনি জানিয়েছেন, ঘটনাটি অনভিপ্রেত। দুই পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসে দ্রুত সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে।

ডিজিটাল গ্রেপ্তারির ভয় দেখিয়ে অশীতিপর বৃদ্ধকে প্রতারণা, ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি সল্টলেকের অশীতিপর এক বৃদ্ধ ডিজিটাল গ্রেপ্তারির শিকার হয়েছিলেন। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে খোয়া গিয়েছিল ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। প্রতারণার মূল চক্রীকে শনিবার ঝাড়গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর পুলিশ। ধৃতের নাম সন্দীপ মিশ্র। সূত্রের খবর, প্রতারিত বৃদ্ধের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা। তদন্তে উঠে আসা তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে এ দিন ভোরবেলা ঝাড়গ্রামের লালগড় থানা এলাকায় অভিযান চালায় বিধাননগর সাইবারের একটি দল।

অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগে সন্দীপ মিশ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন-সহ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

গুজরাত, ওডিশা ও বিভিন্ন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর বাঙালি মুসলমান বলে অত্যাচার করা হচ্ছে। তার প্রতিবাদে এপিডিয়ার সংগঠনের পক্ষ থেকে কলেজ স্ট্রিট থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলটি শেষ হয় ধর্মতলায়। ছবি: অদিতি সাহা

৬ মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে চলবে ঝড়-বৃষ্টি, উত্তরবঙ্গেও জারি সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে আগামী ৬ মে পর্যন্ত চলবে ঝড়-বৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তের প্রায় সব জেলাতেই আপাতত ঝড়-বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। কিছু কিছু জেলায় আবার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সারা সপ্তাহ ধরেই কমবেশি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গেও। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি কম।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। এরপর রবিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ৫ মে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বৃষ্টি হবে। ৬ মে-ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা বৃষ্টি ও ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গেও। সপ্তাহভর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

দিলীপের বিরুদ্ধে দল কড়া পথে হাঁটবে, আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিজের বিয়ের পর্ব থেকেই চর্চায় কেবল দিলীপ ঘোষ। তার উপর দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের দ্বার উন্মোচনের দিন যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই সোফায় বসে খোশ গল্প করতে দেখা গেছে, তার পর থেকে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির। দিলীপবাবুর বিরুদ্ধে যে দল কড়া পথে হাঁটবে, সে কথা শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য।

শমীকবাবু সাংবাদিকদের বলেন, একটা দল করতে হলে তার আচরণকে আত্মস্থ করতে হয়। নেতৃত্বের প্রতি একটা আনুগত্য রাখতে হয়। সেটা যে কোনও রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বস্তুত বঙ্গের পদ্মবনেই ঝামেলা বেঁধেছে। চা চক্র ভণ্ডুল করা থেকে শুরু করে দফায় দফায় বিক্ষোভের সম্মুখীন হওয়া, সব মিলিয়ে

রাজ্য-রাজনীতি তাঁকে নিয়েই তোলপাড়। দিলীপবাবু নিজেও কম যান না। নিজের ঢঙেই বেলাগাম কথা-বার্তায় সেই বিতর্কে আরও ঘি ঢেলে চলেছেন তিনি।

এহেন অবস্থায় শমীকবাবুর কথায়, এক্ষেত্রে যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে তাতে নিজেদেরই চিন্তা করতে হবে যে কেন আমাদের মধ্যেই এমন পরিস্থিতি। ভবিষ্যতে দিলীপের বিরুদ্ধে দল সমীক্ষা করবে এবং যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেবে। তবে তার দায় আমার নয়। ঘটনা হল, দলের একাংশের তীব্র সমালোচনা ও শ্লেষের মুখে পড়ার পর ঠোঁট কাটা দিলীপবাবুর বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে ইঙ্গিত আগেই পাওয়া গিয়েছিল। কারণ, ভোট বছরে কাদা মাখামাখি করতে চাইছে না বিজেপি।

মেট্রোপলিটন হোমিওপ্যাথি কলেজে চরম অব্যবস্থা, অসুস্থ ৫ পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদা: শিয়ালদা ফ্লাইওভারের নিচে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে রয়েছে মেট্রোপলিটন হোমিওপ্যাথি কলেজ। সেখানে একটুকরো বারান্দা, নেই জানালা। মাথার উপর একটাই পাখা। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো মারাত্মক গরম, দমবন্ধ করা পরিস্থিতি। সেখানে শনিবার চার জেলার পরীক্ষার্থীদের যোগা এবং ন্যাচারোপ্যাথি পরীক্ষা ছিল। মোট ৮০ জন পরীক্ষার্থী। আর সেখানে বসে ৬০ জন পরীক্ষার্থী। এমন অবস্থায় শনিবার কলকাতার মেট্রোপলিটন হোমিওপ্যাথি কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে অসুস্থ হলেন একাধিক পরীক্ষার্থী। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অব্যবস্থার অভিযোগ তোলেন তাঁরা। যদিও সেই অভিযোগ মানতে নারাজ কর্তৃপক্ষ।

সূত্রে খবর, সকাল দশটা নাগাদ চড়া রোদে ২০ জনকে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার ছাদে ডেকে নেওয়া হয়। বাকিদের নিচে বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলা হয়। সেই বারান্দার দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট। প্রস্থ মাত্র ৭ ফুট। একটাই পাখা। আর কোনও জানলা বা ভেন্টিলেশন নেই। ওখানে একসঙ্গে এতজন পরীক্ষার্থী থাকায় কার্যত দমবন্ধকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। একের পর এক ৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। প্রথমে একজন অসুস্থ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকিরা ক্রমাগত বমি করতে শুরু করেন। দু’জন জ্ঞানও হারান। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রশ্ন ওঠে, কর্তৃপক্ষের আচরণ ঘিরেও। কর্তৃপক্ষের দাবি, পরীক্ষার ভয়ে প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে পরীক্ষার্থীদের। পরীক্ষকদের দাবি, ছোটঘরে একসঙ্গে এত সংখ্যক পরীক্ষার্থী ছিলেন না। এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে দাবি করেছেন পরীক্ষার্থীরা।

সম্পাদকীয়

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় আচার-আচরণ, ধর্মীয় সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল

এই দেশেই সৃষ্টি হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ-সহ বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ। আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করার আগেই ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় আচার-আচরণ, ধর্মীয় সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। ভারতের মানুষের মন থেকে এই ধর্মীয় বিশ্বাস মুছে ফেলা সহজ নয়। আমরা যতই মুখে সেকুলারিজম, কমিউনিজম, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি, মানুষের মন থেকে ধর্মের চিন্তাচেতনা, ধর্মবোধ, ঈশ্বরবিশ্বাস কিছুতেই দূর করা সম্ভব নয়। যুক্তিবাদী মঞ্চের সদস্যরা, ভারতীয় বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা, আধুনিক বিজ্ঞান যতই যুক্তিবাদ তুলে ধরুক না কেন, আমাদের পূর্বসূরিরা যে পথ অনুসরণ করে গিয়েছেন, জন্মলগ্ন থেকে তা মানুষের মধ্যে যে ভাবে গেঁথে গিয়েছে, সেই ধর্মান্ধতা সম্পূর্ণ পরিহার করতে গেলে বা তার বিরোধিতা করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মানুষের ধর্মীয় আবেগ এবং বিশ্বাসকে আঘাত করা ঠিক নয়। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অধিকাংশ মানুষের অস্তিত্বে জল-হাওয়ার মতো মিশে আছে। এই তো কিছু দিন আগে দেখা গেল এক বিরাট সংখ্যক মানুষ মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান সেরে ফেললেন। সেখানে অনেক মানুষের মৃত্যু দেখেও পুণ্যার্থীরা কেউই যাত্রা ভঙ্গ করেননি। সুতরাং, মানুষের এই বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতেই হবে। তবে এ কথা ঠিক, ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠা ঠিক নয়। সেটা হিন্দু ধর্ম হোক বা সংখ্যালঘুর ধর্মই হোক। প্রবন্ধকার শেষে সুন্দর একটি কথা উল্লেখ করেছেন; কুম্ভকে যাঁরা রাজনীতির মেলায় পরিণত করলেন, আর শত কষ্ট সয়েও সেই কুম্ভে যাঁরা স্নান করতে গেলেন, দুই দলকে আলাদা ভাবে দেখতেই হবে। মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মানুষদের বাদ দিলে ভারত নামক দেশটিই হয় না। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি; ধর্ম ধর্মের পথে চলুক, রাজনীতি রাজনীতির পথে।

শব্দবাণ-২৬৪

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শপথ ৩. আর্যা ছন্দবিশেষ ৫. লবণযুক্ত ৬. রাত্রি, নিশা ৭. কোমলত্ব ৯. আস্থা, নির্ভর ১১. আশ্রয় ১২. ননদের স্বামী।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. শালের জোড়া ২. মরুভূমি ৩. ভেবেচিন্তে দেখা, বিবেচনা ৪. গোপন নালিশ ৭. আমার মতো ৮. অতিথি — ৯. নিকৃষ্টমানের কাঁসা বিশেষ ১০. ধৈর্য, সংবরণ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৬৩

পাশাপাশি: ২. জলকল্লোল ৩. দীপমালিকা ৬. রক্তরঞ্জিত ৭. সাপেরহাঁচি।

উপর-নীচ: ১. টেলিপ্রিন্টার ২. জগদীশ্বর ৪. মার্জিতরুচি ৫.কাঞ্চনমূল্য।

জন্মদিন

আজকের দিন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪৯ *বিশিষ্ট কবি ও অঙ্কনশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*

১৯৪২ *বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যাম পিত্রোদার জন্মদিন।*

১৯৫৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা টিনু আনন্দের জন্মদিন।*

কেমন কেটেছিল কবিগুরুর শেষ দিনগুলো

এস ডি সুব্রত

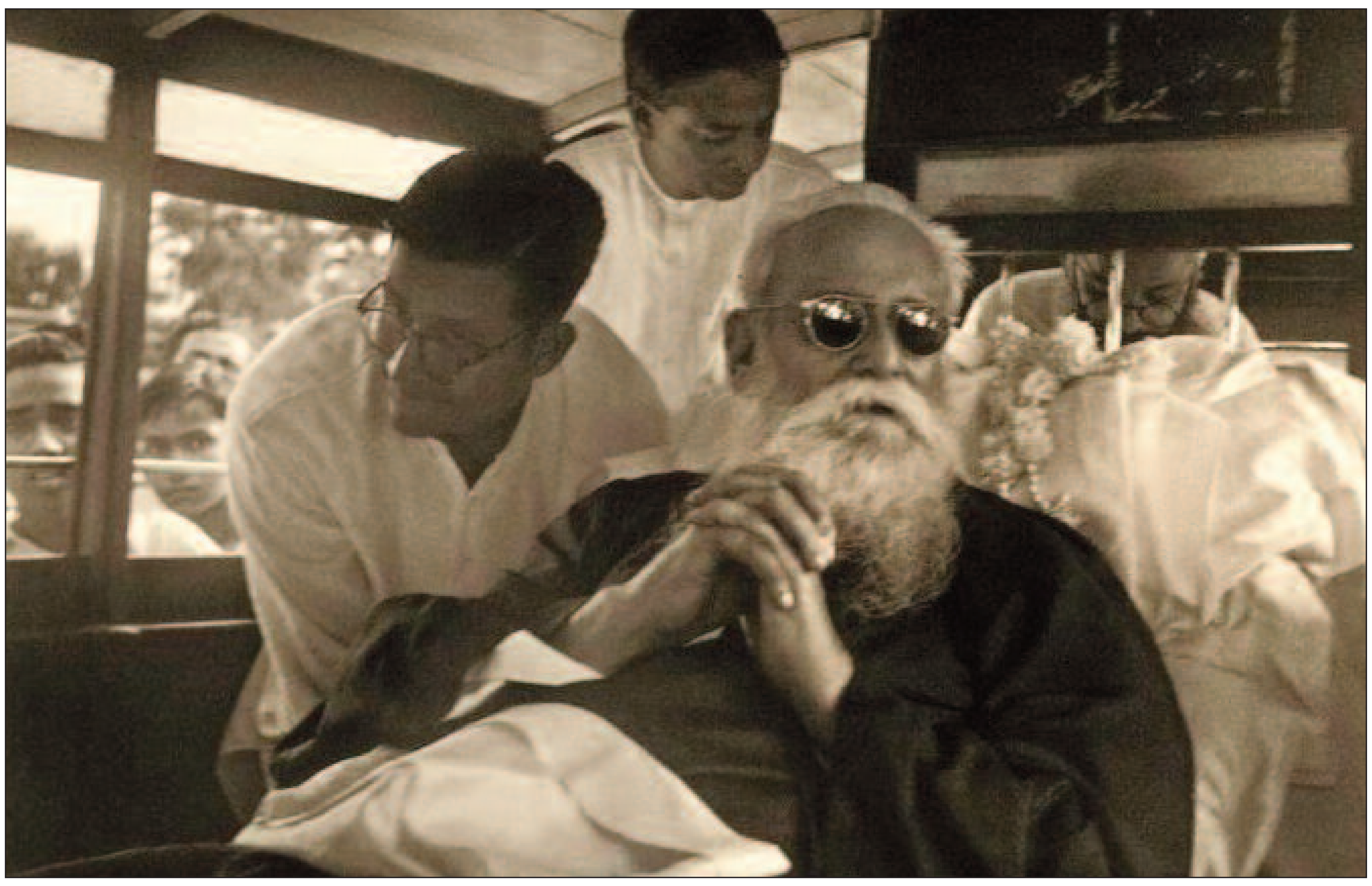

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের শেষ এক বছর কেটেছিল রোগশয্যায়। জীবনের শেষ দিনগুলো নানা রকম অসুখে ভুগছিলেন কবি। হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি চলছিলো। কিন্তু রোগ নিরাময় হচ্ছিলো না কিছুতেই। কবি তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। মৃত্যুর আগে শান্তিনিকেতন ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। শেষবারের মতো ছাড়েন শান্তিনিকেতন ১৯৪১ সালের জুলাইতে। মাত্র কিছুদিন আগে কবির জন্মদিন পালিত হয়েছে। আধশোয়া অবস্থায় কবিকে নামিয়ে আনা হলো বাসভবন থেকে। চারপাশে তাঁর প্রিয় আশ্রমিকেরা। বোলপুর স্টেশনে অপেক্ষায় ছিল একটি বিশেষ ট্রেন। ট্রেনটির মডেল রাখা হয়েছে জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনের দোতলার। এই বিশেষ ট্রেনের মডেলকে বলা হয় 'দা লাস্ট জার্নি।'

চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের কথা বলেছিলেন। কবির মত ছিল না তাতে । বলেছিলেন, 'মানুষকে তো মরতেই হবে একদিন। একভাবে না একভাবে এই শরীরের শেষ হতে হবে তো, তা এমনি করেই হোক না শেষ। মিথ্যে এটাকে কাটাকুটি ছেঁড়াছেঁড়ি করার কি প্রয়োজন?' যন্ত্রণার উপশমের জন্য অস্ত্রোপচার করতেই হবে এটাই ছিল চিকিৎসকদের অভিমত। অস্ত্রপোচার করতে হলে কলকাতা যেতে হবে। ছাড়তে হবে শান্তিনিকেতন। তাই শান্তিনিকেতনকে বিদায় জানিয়ে কবিকে আসতে হলো কলকাতায়। ২৫ জুলাই দুপুর তিনটা ১৫ মিনিটে রবীন্দ্রনাথ এলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। এই বাড়িটির ভেতরের দিকে একটি ঘরে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ অনেক বছর আগের এক ২৫ বৈশাখ।রবীন্দ্রনাথ কলকাতা যাচ্ছেন এ খবরটা গোপন রাখা হয়েছিল। তাই স্টেশন বা বাড়িতে ভিড় ছিল না। স্ট্রেচারে করে দোতলায় নেয়া হলো তাঁকে। মহর্ষি ভবনের দোতলায় 'পাথরের ঘর'-এ তিনি উঠলেন। এই ঘরেই রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ ঘটেছিল । পাথরের ঘরের পুবদিকের বারান্দায় কবির অস্ত্রোপচারের জন্য রীতিমতো একটা অপারেশন থিয়েটার বানানো হয়েছিল। সেই যুগে জীবানুমুক্ত করে বাড়িতে অপারেশন করা হয়েছিল, এটা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। জীবনের শেষ চার বছর ধারাবাহিকভাবে শারীরিক অবনতি ঘটেছিল কবির। এই সময়ের মধ্যে অন্তত দুইবার তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল । ১৯৩৭ সালের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভালো ছিল। ১৯৩৭ সালে তিনি একবার কিডনি সমস্যায় ভোগেন। তিনি অচৈতন্য হয়ে গিয়েছিলেন। আশঙ্কাজনক অবস্থা হয়েছিল কবির। সেবার সেরে উঠেছিলেন। এরপর ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে একের পর এক শারীরিক বিপর্যয় শুরু হয় কবির। সে বছরের ১৯ শে সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর কাছে দার্জিলিং পাহাড়ের কলিম্পং-এ গিয়েছিলেন কবি । সেখানেই ২৬ তারিখ রাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন । দার্জিলিংয়ের সিভিল সার্জন বলেছিলেন তখনই অপারেশন না করলে কবিকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু 'প্রতিমা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবী তখনই অপারেশন না করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন'। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর শেষযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে একথা বলেছিলেন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ ও সাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়। কবি একটু সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে কলিম্পং থেকে কলকাতায় আনা হয়। এরপর তিনি ফিরে যান শান্তিনিকেতনে। কবিগুরুর অপারেশন করানো হবে কী না, তা নিয়ে একটা দোলাচল ছিল। এ বিষয়ে বলেছেন শ্যামল চক্রবর্তী, 'সেই ১৯১৬ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা করছিলেন যে কিংবদন্তী ডাক্তার নীলরতন সরকার, তিনি কখনই কবির অপারেশন করানোর পক্ষে ছিলেন না। কবি নিজেও চাননি অস্ত্রোপচার করাতে। ডা. সরকার যখন স্ত্রী বিয়োগের পরে গিরিডিতে চলে গেছেন, সেই সময়ে আরেক বিখ্যাত চিকিৎসক বিধান চন্দ্র রায় শান্তিনিকেতনে গিয়ে অপারেশন করিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়ে দেন।'

রবীন্দ্রনাথের অসুখটা কী ছিল, তা নিয়ে রয়েছে নানা মত। এ বিষয়ে পাঠকদেরও আগ্রহ প্রচুর। তারা জানতে চান কি অপারেশন হয়েছিল কবির, কি রোগে চলে গেলেন তিনি। কিন্তু বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। সব্যসাচী বসুরায় চৌধুরী সেই প্রদর্শনীতে জানিয়েছিলেন, 'আমাদের কাছে প্রস্টেট ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের চিকিৎসকরা সম্প্রতি প্রমাণ পেশ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিকে আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রস্টেট ক্যান্সারে। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা সাধারণ মানুষের কাছে জানানো জরুরী ছিল। তবে এ নিয়ে বিতর্ক বা গবেষণা চলতেই পারে।'

অর্থাৎ এটি শেষ কথা নয়। কবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রয়েছেন অসুস্থ অবস্থায়। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। সেগুলো পড়ে খুব আনন্দ পেলেন কবি। উৎসাহিত করে বললেন আরও লিখতে। অবন ঠাকুর রানী চন্দকে গল্প বলে যেতেন। আর রানী চন্দ সে গল্প শুনে লিখে ফেলতেন। তার মাঝ থেকে নির্বাচিত কিছু পড়তে দেয়া হতো রবীন্দ্রনাথকে। তিনি পড়ে হাসতেন, কাঁদতেন। আর সেই তখনই রানী চন্দ রবিঠাকুরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছিলেন।

রানী চন্দ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। ছিলেন চিত্রশিল্পী এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব অনিল চন্দের স্ত্রী। রবীন্দ্র গবেষক রামকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, এই অসুস্থতার মধ্যেও কবির সৃষ্টি কিন্তু বন্ধ হয়নি। 'এই সময়ে তাঁর সৃষ্টিশীলতা একটা অন্য মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে। মৃত্যুটাকে মানুষ কীভাবে দেখে, সেই দর্শন প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' 'জন্মদিনে' রচনার মাধ্যমে। শেষ একবছরে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার আরও তথ্য পাওয়া যায় প্রতিমা দেবীর 'নির্বান' এবং নির্মল কুমারী মহলানবীশের '২২শে শ্রাবণ'-এ।' জীবনের শেষ দশকে (১৯৩২-১৯৪১) যেন দুহাত খুলে লিখেছেন কবি। অথচ এর মধ্যে বেশ কিছুকাল তিনি অসুস্থ ছিলেন। এসময় তাঁর পঞ্চাশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), শ্যামলী ও পত্রপুট (১৯৩৬) গদ্যকবিতা সংকলন তিনটি তাঁর রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবনের এই পর্বে সাহিত্যের নানা শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন কবি। আর তাঁর এই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফসল একাধিক গদ্যগীতিকা ও নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬;) চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) কাব্যনাট্যের নৃত্যাভিনয়-উপযোগী রূপ), শ্যামা (১৯৩৯) ও চণ্ডালিকা (১৯৩৯) নৃত্যনাট্যত্রয়ী। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ তিনটি উপন্যাস দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) ও চার অধ্যায় (১৯৩৪) এই পর্বে রচনা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ ছবি জীবনের এই পর্বেই আঁকা হয়েছিল। একই সঙ্গে জীবনের শেষ দিনগুলিতে বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন বিশ্বপরিচয়। এই গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিকতম সিদ্ধান্তগুলি সরল বাংলা গদ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর কাব্যেও। সে (১৯৩৭), তিন সঙ্গী (১৯৪০) ও গল্পসল্প (১৯৪১) গল্পসংকলন তিনটিতে তাঁর বিজ্ঞানী চরিত্রকেন্দ্রিক একাধিক গল্প সংকলিত হয়েছে।

জীবনের এই পর্বে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ বিহার প্রদেশে ভূমিকম্পে শতাধিক মানুষের মৃত্যুকে গান্ধীজি ক্ষ্মঈশ্বরের রোষক্ষ্ম বলে অভিহিত করলে, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির বক্তব্যকে অবৈজ্ঞানিক বলে চিহ্নিত করে প্রকাশ্যে তাঁর সমালোচনা করেন। কলকাতার সাধারণ মানুষের আর্থিক দুরবস্থা ও ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশের দ্রুত আর্থসামাজিক অবক্ষয় তাঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করে তুলেছিল। গদ্যছন্দে রচিত একটি শত-পংক্তির কবিতায় তিনি এই ঘটনা চিত্রায়িতও করেছিলেন। এই সময়পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি ছিল মৃত্যুচেতনাকে কেন্দ্র করে। যার মধ্যে রয়েছে অবিস্মরণীয় কিছু পংক্তিমালা।

দিনটি ২৬ জুলাই। রবিঠাকুর ছিলেন প্রফুল্ল। ৮০ বছরের খুড়ো রবীন্দ্রনাথ আর ৭০ বছর বয়সী ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ পুরোনো দিনের নানা কথা স্মরণ করে প্রাণখুলে হাসলেন । ২৭ জুলাই সকালে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে একটি কবিতা বললেন। কবিতাটা টুকে নিলেন রানী চন্দ। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হলো 'প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্ত্বার নতুন আবির্ভাবে, কে তুমি, মেলে নি উত্তর।' মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব পর্যন্ত সৃষ্টিশীল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঠিক হয়েছিল ৩০ জুলাই তাঁর অস্ত্রোপচার হবে। কিন্তু সেটা কবিকে জানানো হয়নি। কবিগুরু ছেলে রথীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে অপারেশন হবে'। রথীন্দ্রনাথ বললেন, 'কাল-পরশু'। এরপর রানী চন্দকে ডেকে কবি লিখতে বললেন 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/ বিচিত্র ছলনাজালে/ হে ছলনাময়ী।' ডা. ললিত এলেন একটু পরে। বললেন, 'আজকের দিনটা ভালো আছে। আজই সেরে ফেলি, কী বলেন?' হকচকিয়ে গেলেন কবি। বললেন, 'আজই!' তারপর বললেন, 'তা ভালো। এ রকম হঠাৎ হয়ে যাওয়াই ভালো।'

রাণী চন্দের 'গুরুদেব' বইটিতে উল্লেখ রয়েছে যে কবিকে বলা হয়েছিল 'ছোট্ট একটা অপারেশন। এটা করিয়ে নিলেই তাঁর আচ্ছন্নভাবটা ঠিক হয়ে যাবে, পরের দশ বছর আবার আগের মতোই লিখতে পারবেন। বেলা ১১টায় স্ট্রেচারে করে অপারেশন-টেবিলে নেয়া হয় কবিকে। লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে অপারেশন করা হয় তাঁর । ১১টা ২০ মিনিটের দিকে শেষ হয় অপারেশন। তখনও কবি রসিক। আবহাওয়া ভারী। সেই ভারী আবহাওয়াকে হালকা করে উড়িয়ে দেয়ার জন্য কবি রসিকতা করলেন, 'খুব মজা, না?'

অপারেশনের সময় শরীরে প্রচন্ড যন্ত্রণা হয়েছিল । কবি তা বুঝতে দেননি। ঘুমিয়ে পড়লেন কবি। ৩১ জুলাই যন্ত্রণা, গায়ের তাপ দুটোই বাড়লো। নিঃসাড় হয়ে আছেন কবি। ১ আগস্ট। কথা বলছেন না কবি। অল্প অল্প পানি আর ফলের রস খাওয়ানো হলো তাঁকে। চিকিৎসকেরা চিন্তিত, শঙ্কিত। ২ আগস্টও একই অবস্থা। কিছু খেতে চাইলেন না। তবে বললেন, 'আহ! আমাকে জ্বালাসনে তোরা।' কবি কথা বলেছেন। এটুকুতেই সবাই খুশি। আশার আলো জ্বলে উঠছে যেন। ৩ আগস্ট। শরীরের কোনো উন্নতি নেই। ৪ আগস্ট। সকালে সামান্য কফি খেলেন। জ্বর বাড়ল। ৫ আগস্ট ডা. নীলরতন বিধান রায়কে নিয়ে এলেন। রাতে স্যালাইন দেয়া হলো কবিকে। অক্সিজেন আনিয়ে রাখা হলো। ৬ আগস্ট বাড়িতে অনেক মানুষের ভিড়। সবাই উৎসুক কবির অবস্থা জানার জন্য। হিক্কা উঠছিল কবির। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ডাকলেন, 'বাবা মশায়!' একটু সাড়া দিলেন কবি। রাত ১২টার দিকে আরও অবনতি হলো কবির শরীরের। ৭ আগস্ট ছিল ২২ শ্রাবণ। কবিকে সকাল নয়টার দিকে অক্সিজেন দেয়া হলো। কবিকে দেখে গেলেন বিধান রায় ও ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির কানের কাছে অবিরাম পড়া হচ্ছিল তাঁর জীবনের বীজমন্ত্র 'শান্তম, শিবম্, অদ্বৈত্যম'। তখনও আত্মীয়- স্বজন-এর অনেকে আশা করছেন অপারেশনের ধকলে কাহিল কবি ভালো হয়ে উঠবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে কমে এলো কবির শরীরের উষ্ণতা, পা ঠান্ডা হয়ে গেল। একসময় থেমে গেল হৃদস্পন্দন। সেদিনের বর্ণনা দিয়ে গবেষক শ্যামল চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'অপারেশনের পরে ধীরে ধীরে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, জ্ঞান নেই তাঁর। সকলেই যখন বুঝতে পারছে কী ঘটতে চলেছে, তখনই গিরিডি থেকে খবর দিয়ে আনানো হয় কবির সুহৃদ ও বিশিষ্ট চিকিৎসক নীলরতন সরকারকে। তিনি এসে নাড়ি দেখলেন, পরম মমতায় কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন, তারপরে উঠে দাঁড়ালেন। হেঁটে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ডা. সরকারের দু'চোখে ছিল জল' । সময় তখন ১২টা ১০ মিনিট। দিনটা ২২ শ্রাবণ। খুলে দেয়া হল অক্সিজেনের নল।

শেষমুহূর্ত উপস্থিত হওয়ার আগেই হাজারে হাজারে মানুষ সমবেত হয়েছিল ঠাকুরবাড়িতে। এসেছেন আত্মীয়, বন্ধু, ঘনিষ্ঠজন, কবি সাহিত্যিক। আর বাইরে বাধভাঙা আবেগে উদ্বেল সাধারণ মানুষ, কবির পাঠককূল, ভক্তরা। সাহিত্যিক ও বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ রামকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, কবি নিজে এই ভাবে নিজের শেষটা চাননি। 'তাঁর ইচ্ছা ছিল কোনও জয়ধ্বনি ছাড়া সাধারণভাবে শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির কোলেই তিনি যেন মিশে যেতে পারেন। তাঁর শেষ ইচ্ছাটা আর রাখা যায়নি।' আসলে হয়ত রাখা সম্ভবও ছিল না । এযে এক রাজকবির মহাপ্রয়াণ। ঠাকুরবাড়ি যেন এক জনারণ্যে পরিণত হয়েছিল সেদিন। কবিকে সাজানো হয়েছিল বেনারসি জোড়ে। কোঁচানো ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, চাদর, কপালে চন্দন, গলায় মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিলা। রানী চন্দ কবির বুকের ওপরে রাখা হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন পদ্মকোরক। এভাবেই কবি যাত্রা করেছিলেন চিরবিদায়ের পথে।। তিনি সেই কবি যিনি প্রকৃতি, প্রেম ও জগৎকে দেখার জন্য আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন।

মৃত্যুর এক উপত্যকার নাম মুসলিম সন্ত্রাসবাদ

সুবল সরদার

এখন হিন্দু নিধন চলছে। বাংলা দেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ,মালদহ,নদিয়া থেকে কাশ্মীরে ঠিক যেন 'দ্য কাশ্মীর ফাইল', । সন্ত্রাসের কোন ধর্ম হয় না, ধর্ম নিরপেক্ষতা, ধর্ম যার যার উৎসব সবার- এগুলো হিন্দু মারার অস্ত্র । সন্ত্রাসবাদীদের একটাই ধর্ম হিন্দু মেরে ফেলো, তাদের মঠ, মন্দির ধ্বংস করো , হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করো যা মুঘল শাসন থেকে এখনও চলছে। আমরা ভয়ে মুসলমানের সঙ্গে আপোষ করার জন্যে এমন আপ্ত বাক্য আঁওড়াই । সব মুসলমান মানে মাসলম্যান বা জেহাদি এমনটা কিন্তু আমি বলছি না।

এই মুসলিম সন্ত্রাসবাদী নীতি বিশ্বের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। আল্লা কি এমন বলে গেলো তার কিছু অনুগামীরা এমন জল্লাদ হয়ে গেল! আল্লার নামে মানুষ খুন! সারা বিশ্ব রক্তাক্ত করছে এই জেহাদীরা। সুন্দর পৃথিবীকে অসুন্দর,অশান্ত, অপবিত্র, অস্বাস্থ্যকর করে তুলছে। তোমার বিশ্বাস তোমার নয়,অন্যের উপর চাপিয়ে জোর করে ধর্মান্তিকরণ। আল্লার এমন নির্দেশ ছিল? মানুষ খুনে আল্লা কখনো খুশি হয়, ধর্মান্তরিত করণে? যারা আল্লার নামে মানুষ খুন করে তারা সবচেয়ে বেশি আল্লাকে অপবিত্র করে। মুসলমান মানে কি শুধু মানুষ মারা ? কাশ্মীরে বেছে বেছে নিরীহ হিন্দু পর্যটকদের উপর জেহাদীদের বর্বররচিত আক্রমণ এবং খুন বিশ্ব জুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। রাতের অন্ধকারে চোরের মতো মুখ ঢেকে এসে নীরহ হিন্দুদের মেরে কী বীরত্ব প্রকাশ করছে তারা? এদের মুখ দেখানোরও সাহস নেই। কাপুরুষ সব সময় মুখ ঢেকে কাপুরুষ হয়ে থাকে। ভারত সরকারের উচিত কাশ্মীরে পর্যটকদের ঢোকা নিষেধাজ্ঞা জারি করে জেহাদিদের বধ্য ভূমি তৈরি করা । প্রবেশ করবে গুলিতে প্রাণ দেবে। যারা হিংসা বোঝে তাদের জবাব শুধু হিংসাতেই দিতে হয়। ভালোবাসার বাণী তাদের কানে কখনো প্রবেশ করে না। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই এখন চুপচাপ । মোমবাতি মিছিলে কাউকে হাঁটতে দেখা যায় না। আনিস মরলে চাই ইনসাফ রাম মরলে চুপচাপ -এটাই সিপিএমের নীতি। হিন্দুদের জীবনের কী দাম! মৌলবাদীরা তাদের জান, প্রাণ।

'দ্য কাশ্মীর ফাইল' হলো, 'কেরালা ফাইল',এ বঙ্গে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' হলো আর কি চাই বল ? আর কত চাই! ধর্মের নামে দেশ দু টুকরো হলো। কি আর বাকি আছে? মুসলিম সন্ত্রাসবাদ একটা বিভীষিকাময়, বিষাক্ত পৃথিবী সৃষ্টি করছে । তারা কখনো শান্তির ধর্ম প্রচার করতে পারে না ! যত আশান্তির কারণ এই মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা। মুসলিম মানে কি মানবতার শত্রু? শুধু যুদ্ধ?

সেদিন আমার এক মুসলিম বান্ধবী বলছিল -এখানে আর থাকা যাবে না। বললাম -কোথায় যাবি? যেখানে যাবি সেখানে তোকে বোরখা পরিয়ে রাখবে। তোকে তারা মানুষ বলে গণ্য করে না । তারা নারীদের উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করে। দেখলি না কিছুদিন আগে আফগানিস্তানের মহিলারা পালিয়ে আসতে চাইছিল। তারা ভারতীয় ছেলেদেরকে বিয়ে করতে চায়। তুই পালিয়ে কি আফগানিস্তানে যাবি? একটা কথা মনে রাখিস অনেক পূণ্য করে ভারতে জন্মেছিস আর পাপ করে মৌলবাদীদের সঙ্গ দিতে হচ্ছে। তোর বর এখন তালাক দিলে কোথায় যাবি? যাবার কোথাও রাস্তা নেই অথচ তিন তালাকের বিরোধীতা করবি , চোখ কবে খুলবে? তোদের চোখে জল ঝরবে তবু চোখ খুলবে না। এই কথা সবার মনে রাখা দরকার ভারতবর্ষ হিন্দুস্তান হলে মুসলিমরা বাঁচবে কিন্তু ভারত পাকিস্তান হলে হিন্দুরা তো মরবেই, মুসলমানরাও মরবে এখন যেমন রক্তাক্ত মুসলিম দুনিয়ার দেখা যায়। মৃত্যুর এক উপত্যকার নাম মুসলীম সন্ত্রাসবাদ ।

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এই ঘটনা বারবার ঘটছে: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: 'বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। তবে ভারতীয় নাগরিকদের একবিন্দু ক্ষতি আমরা হতে দেব না।' দুই ভারতীয় কৃষককে বাংলাদেশে আটক করে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে শনিবার সাংবাদিকদের এমনটাই জানালেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি ড সুকান্ত মজুমদার। এদিন বালুরঘাটে সাংবাদিক সম্মেলন করবার সময় বিজিবির ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।

উল্লেখ্য, শুক্রবার ভারতীয় ভূ-খণ্ড থেকে দুই ভারতীয় কৃষককে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজিবির বিরুদ্ধে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অনন্তপুর গ্রামের বাসিন্দাদের জমি রয়েছে কাঁটাতারের ওপারে। সেখানেই নিজেদের জমিতে সেচের কাজ করছিলেন অবিনাশ টুডু ও ফিলিপ সরেন। সেই সময় তাঁদেরকে আটক করে নিয়ে যায় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। আরো জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের দুই বাসিন্দা ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত পার করে কাঁটাতারের এপারে চলে আসায় বিএসএফ দু'জনকে আটক করে। সেই ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দুই ভারতীয় কৃষককে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় বলেই অভিমত স্থানীয়দের। এরপরই শুরু হয় বিএসএফ-বিজিবির ফ্ল্যাগ মিটিং। তারপরই দুই ভারতীয় কে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়েই শনিবার বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন,এই ধরনের ঘটনা অভিপ্রেত নয়। ওই দুই নাগরিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ডঃ সুকান্ত মজুমদার জানান, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার এলে ভারত সরকার নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে আরও ভালো ভাবে আলোচনা করতে পারবে। মুহম্মদ ইউনুস সাহেব বলেছেন ভারতের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখতেই হবে, আমরাও চাই বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকুক। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা অভিপ্রেত নয়। আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। চিন্তার কোনও কারণ নেই। ভারতীয় নাগরিকের একবিন্দু ক্ষতি আমরা হতে দেব না।'

রাজনীতিতে ফুলস্টপ বলে কিছু হয় না, দিলীপ ঘোষ ক্লোজড চ্যাপ্টার: সৌমিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কৌশলে দিলীপ ঘোষ প্রসঙ্গ এড়ালেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। দিলীপ ঘোষের করা মন্তব্যকে আমল না দিয়ে সাংসদের দাবী, 'রাজনীতিতে কমা থাকতে পারে কিন্তু ফুলস্টপ বলে কিছু হয়না'। একই সঙ্গে দিলীপ ঘোষ নিয়ে প্রশ্ন করতেই সৌমিত্র ফের একবার বললেন, 'ক্লোজড চ্যাপ্টার'।

দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের উপস্থিতি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে সরগরম বাংলার রাজনীতি। দিলীপ ঘোষকে আক্রমণ করে সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন সময় বোমা ফাটাতে দেখা গেছে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে। প্রত্যুত্তরে পাল্টা সৌমিত্র খাঁর প্রতিও বিভিন্ন সময় তীর্যক আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ। দুপক্ষের আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ নেমে আসে ব্যক্তিগত স্তরেও। কিন্তু দিল্লি থেকে বাঁকুড়ায় ফিরেই সেই বিতর্কে ইতি টানার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে দেখা গেল সৌমিত্র খাঁকে। শনিবার দুপুরে বাঁকুড়ার কোতুলপুরে মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকা ঈশানী চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে সৌমিত্র খাঁ তাঁকে সম্বর্ধনা দেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সৌমিত্র খাঁ এড়িয়ে যান দিলীপ ঘোষ প্রসঙ্গ। তাঁর দাবী, 'রাজনীতিতে সব কিছুই সম্ভব।

মাধ্যমিকে দ্বিতীয় সৌম্য পালকে রাজনীতিতে আহ্বান সৌমিত্র খাঁর

নিজস্ব প্রতিবেদড়, বিষ্ণুপুর: শুক্রবারই রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়েছে মাধ্যমিকের পরীক্ষায় এবার ৬৯৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের সৌম্য পাল। তাকে শুভেচ্ছা জানাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গতকাল থেকেই তার বাড়িতে আনাগোনা করছে। শনিবার সৌম্য পালের বাড়িতে উপস্থিত হন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। হঠাৎ করেই সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'আমি অনুরোধ করব সৌম্য পালকে সুন্দরভাবে বড় জায়গায় তৈরি করে পলিটিক্সে আসুক।' এরপরই তিনি জল শঙ্করের এবং অশ্বিনী বৈষ্ণবজির উদাহরণ টেনে বলেন, তিনিও একজন শিক্ষিত দেশ চালাচ্ছেন। তিনি মনে করেন দেশের জন্য এই ছেলেদের রাজনীতিতে আসা প্রয়োজন। নিজেদের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, তারা মেঠো রাজনীতি করে, তিনি বলেন, 'আমরা সামগ্রিকভাবে সবসময় ডেভেলপমেন্ট করতে পারি না ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরা পশ্চিমবাংলায় যারা মেধাবী ছেলেরা আছে তারা পড়াশোনা করার পর ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করুক।' তিনি সৌম্যকে বলেন, 'আমি চাইব পরবর্তীতে তুমি দেশ চালাও।' সৌমিত্র খাঁর এই মন্তব্যকে নিন্দার চোখে দেখছে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, 'এই ধরনের কথাবার্তা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয় নয়, বিকৃত মস্তিষ্কের কথাবার্তা। কারণ ১৮ বছরের নীচে কোন ছাত্রকে রাজনীতিতে আহ্বান করাটা আমার মনে হয় সমোচিত নয়। মাধ্যমিকের এক ছাত্রকে কী ভাবে রাজনীতিতে আসার কথা বলতে পারে এটা শুধুমাত্র বিজেপির কালচার রাজনীতি ছাড়া ওরা কিছু বোঝে না। এই জাতীয় কথা বলার জন্য আমরা নিন্দা জানাই।' যদিও সৌম্য এই বিষয়টিকে নিয়ে কোনও গুরুত্বই দিতে রাজি নয় সৌম্যর দাবি, এখন তিনি পড়াশোনা করবেন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তিনি ভাবছে না।

খুনের অভিযোগ দায়েরের দাবিতে অবরোধ-বিক্ষোভ মৃত নাবালিকার

পরিবার সহ প্রতিবাদী মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: খুনের অভিযোগ দায়ের করতে হবে এই দাবিতে রাস্তা অবরোধ বিক্ষোভ মৃত নাবালিকার পরিবার সহ প্রতিবাদী মঞ্চের। ২৩ এপ্রিল ঘর থেকে নাবালিকার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার আত্মহত্যার অভিযোগ নিয়েছিল পুলিশ খুনের অভিযোগ তুলে গাইঘাটার সুটিয়া গোবরডাঙা রাস্তার বোলদেঘাটাতে রাস্তা অবরোধ বরুণ বিশ্বাসের প্রতিবাদী মঞ্চের। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানা এলাকার সুটিয়া বলদেঘাটায় গত ২৩ এপ্রিল এক নাবালিকা নিজের ঘর থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করতে গেলে আত্মহত্যার অভিযোগ নেওয়া হয় এবং আত্মহত্যার প্ররোচনার দেওয়ার জন্য নাবালিকার দূর সম্পর্কে জামাইবাবু আশীষ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ তারা সন্দেহজনক খুনের অভিযোগ করতে গেলেও পুলিশের পক্ষ থেকে আত্মহত্যার অভিযোগ নেওয়া হয়েছিল। তারা অনুমান করছেন, তাদের মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নাবালিকার দূর সম্পর্কের জামাইবাবু আশিস ঘোষের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলে শনিবার গাইঘাটার সুটিয়া গোবরডাঙা রাজ্য সড়কের বলদেঘাটাতে বরুণ বিশ্বাসের প্রতিবাদী মঞ্চের পক্ষ থেকে গ্রামের মহিলা পুরুষ মিলে রাস্তা অবরোধ শুরু করে।

পরিবারের দাবি, ঘটনার দিন নাবালিকাকে তার জেঠুর বাড়ি থেকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে মদ খাইয়েছিল আশিস। মেয়েটা আতঙ্কিত হয়ে বন্ধুদের কাছে সাহায্য চেয়ে ফোন করেছিল। নাবালিকার মায়ের দাবি, ঐদিন তিনি বাড়ি ছিলেন না। মেয়ের বন্ধুর কাছ থেকে খবর পান মেয়ে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে আশিস। তখন তিনি মেয়ের মোবাইলে ফোন করলে আশিস ফোন ধরেছিল। প্রতিবাদী মঞ্চের সভাপতি ননীগোপাল পোদ্দার জানিয়েছেন, নাবালিকার মৃত্যুর পরে পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে আত্মহত্যার অভিযোগ নেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্ত আশিস ঘোষ জেল হেপাজতে রয়েছে।

এলাকার মানুষের দাবি, মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে সেই কারণেই তারা সঠিক তদন্তের দাবি তুলেছে। প্রতিবাদী মঞ্চের পক্ষ থেকে অবরোধ শুরু করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় গাইঘাটা থানার পুলিশ। প্রায় একঘণ্টা ধরে চলছে অবরোধ। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বাসের এক ঘণ্টা পরে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা।

নিখোঁজ ছাত্রের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলি: নিখোঁজ ছাত্রের দেহ উদ্ধার হল শনিবার। বৃহস্পতিবার বিকেলে জলে ডুবে নিখোঁজ হয়ে যায় এক ছাত্র। শনিবার দেহ উদ্ধার হয় কমলনগর সংলগ্ন ভাগীরথীর ঘাটে। দেহ উদ্ধার করে পূর্বস্থলী হাসপাতালে পাঠায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, কাটোয়ার গাজিপুর এলাকার বাসিন্দা দেবরূপ ব্যানার্জি বহড়া শ্মশান সংলগ্ন ভাগীরথীর ঘাটে চটি ধুতে গিয়ে জলে তলিয়ে যায়। তার সাথে থাকা বন্ধুরা তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও তাকে উদ্ধার করা যায়নি। পরে পুলিশ পৌঁছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর কর্মীদের খবর দিলে। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা এবং স্থানীয় ডুবুরিরা উদ্ধারের চেষ্টা করলেও শুক্রবার পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। শনিবার তার দেহ উদ্ধার হয় কমলনগর এলাকার ভাগীরথীর ঘাটে। মৃতর জেঠু ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কমলনগর ঘাটে ভাইপোর দেহ উদ্ধার হয়। তার নাম দেবরূপ বন্দোপাধ্যায় (১৫)। সে গাজিপুর এলাকার বাসিন্দা। সেখানকার একটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল। তার চটি ধুতে নেমেছিল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইংডিয়ন বैंक Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২১.০৫.২০২৫ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী মুকেশ সিং এবং শ্রীমতি রমা সিং,** ৩৯৬/৪সি, এনএসসি বোস রোড, নাকতলা, কলকাতা : ৭০০০৪৭। **শাখা : পার্কস্ট্রিট।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং আর-৩, অবস্থিত ৪র্থতলে (জি-৩) তলা ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১১৫, এইচ এল সরকার রোড, মৌজা : বাঁশদ্রোণী, পাঁচমাথা মসজিদ এর নিকট, জেএল নং ৪৫, আরএস নং ৩৮১, তৌজি নং ৬৩, দাগ নং ১৩২৮ এবং ১৩২৮/১৬৫৬, খতিয়ান নং ২৬৯ এবং ২৭০, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, পো বাঁশদ্রোণী, থানা : রিজেন্ট পার্ক, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭০, সম্পত্তি মুকেশ সিং এবং রমা সিং এর নামে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** সাধারণ চালর পথ সামনের ব্লক।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) জ্ঞাত নয় গ) ২০,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,০০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30110293135 ছ) ২১,৩৮,৬৪১.০০ টাকা (একুশ লাখ আটত্রিশ হাজার ছশো একচল্লিশ টাকা) ০৪.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
২	**শ্রী কিশান কুমার গানেরিওয়াল** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) **শ্রীমতি আঁচল গানেরিওয়াল** (ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা), **শ্রী অর্চিত গানেরিওয়াল** (সহ ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা) **শ্রীমতী জ্যোতি গানেরিওয়াল** (সহ ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা) ঠিকানা - ১৬৭/১/৩সি, ক্লাব টাউন গ্রিনস, যশোর রোড, লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৫৫, আরও ঠিকানা : ৭৮৩, আনন্দপুর রোড, আরবান এনআরআই কমপ্লেক্স, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট -৩৭০২, রুবী হসপিটালের নিকট, কলকাতা। **শাখা : সল্টলেক**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪ কাঠা (৬.৬১ ডেসিমেল) এবং তদস্থিত নির্মাণ জেএল নং ১৫৩, তৌজি নং ৬৩ এবং ৬৪, আরএস নং ২৭৯, এলআর দাগ নং ৩৫০২, আরএস খতিয়ান নং ১৩০, এলআর খতিয়ান নং ৪০০০/১, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ৪৪৬৩, মৌজা : আঁধারমানিক, আঁধার মানিক গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঢাকা এরিয়া একতলা ১৭৬৭.৪৮ বর্গফুট, দোতলা ঢাকা এরিয়া ২১১৬.৬৬ বর্গফুট, তিনতলা ঢাকা এরিয়া ২১১৬.৬৬ বর্গফুট। **চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে :** ধীরেন্দ্র নাথ নস্করের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ৩৫ ফুট চওড়া বারুইপুর রোড, **পূর্বে :** মন্টুরাম নস্করের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** দেবলা নস্করের সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) জ্ঞাত নয় গ) ৬০,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৬,০০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB030245373639 ছ) ১,৪২,৫৭,৬৩৮.০০ টাকা (এক কোটি বিয়াল্লিশ লাখ সাতান্ন হাজার ছশো আটত্রিশ টাকা) ০৪.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ফটো	সম্পত্তির ভিডিও	ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-নিলাম ওয়েবসাইট https://baanknet.com

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২১.০৫.২০২৫, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৯.০৫.২০২৫ এবং ২০.০৫.২০২৫

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন बैंक Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জোনাল অফিস : চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি,
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪এ [রুল ৯(১) দ্রষ্টব্য] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২১.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**মেসার্স এস কে জুয়েলার্স,** স্বত্বাধিকারী শেখ হাসান আলি, পিতা জিবাস আলি শেখ, গ্রাম : মির্জাপুর, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪১০, শেখ হাসান আলি, স্বত্বাধিকারী : মেসার্স এস কে জুয়েলার্স, পিতা জিবাস আলি শেখ, গ্রাম : মির্জাপুর, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪১০, শ্রীমতি ফরিদা বিবি, স্বামী শেখ হাসান আলি, গ্রাম : মির্জাপুর, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪১০। **শাখা : সিঙ্গুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি পরিমাণ ১৬.৫০ শতক কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ২৬৭৯, এলআর দাগ নং ২৩৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৭৮২৯, মৌজা : মির্জাপুর, জেএল নং ৩৬, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, বালিগোড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর তারকেশ্বর, উল্লেখ্য দলিল নং ২৮৩৭-২০১৬, তারিখ ২২.১১.২০১৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১৮-২০১৬, পৃষ্ঠা ৫১৩৭৯ থেকে ৫১৩৯১, শেখ হাসান আলি এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** মানিক সামন্তর সম্পত্তি **দক্ষিণে :** মানিক সামন্তর সম্পত্তি; **পূর্বে :** বিশ্বনাথ বল এর সম্পত্তি **পশ্চিমে :** আজেত আলির সম্পত্তি।	**২২,২৫,১৩৮ টাকা** (বাইশ লাখ পঁচিশ হাজার একশ আটত্রিশ টাকা) **০৩.০৫.২০২৫ অনুযায়ী**	ক) **২১,৬০,০০০ টাকা** (একুশ লাখ ষাট হাজার টাকা) খ) **২,১৬,০০০ টাকা** (দুই লাখ ষোলো হাজার টাকা) গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB50479109829 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত
২.	**শ্রী বিমান সাঁতরা** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা শ্রী ভীম সাঁতরা, গ্রাম : শ্রীরামপুর, মধ্যপাড়া, পো : বসুবাটী, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪০৯ এবং শ্রীমতি অমিতা সাঁতরা (জামিনদাতা), পিতা শ্রী ভীম সাঁতরা, গ্রাম : শ্রীরামপুর, মধ্যপাড়া, পো : বসুবাটী, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪০৯। **শাখা : বসুবাটী।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ৩য়তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ ৭৭৮ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ৬৪৮ বর্গফুট) কমবেশি অবস্থিত জি-৩ বহুতল ভবন নাম কৃষ্ণ ভবন, অবস্থিত মৌজা : জলাঘাটা, জেএল নং ৭৯, এলআর খতিয়ান নং ২৯১, এলআর দাগ নং ৪৪০, সিঙ্গুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : সিঙ্গুর, হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সিঙ্গুর উল্লেখ্য দলিল নং ২৭৪৯ -২০১৭ সালের তারিখ ২১.০৮.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১৪-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৭০৩৩ থেকে ৫৭০৫৮, সম্পত্তি শ্রী বিমান কুমার সাঁতরার নামে।	**৮,৮৪,০০১ টাকা** (আট লাখ চুরাশি হাজার এক টাকা) **০৩.০৫.২০২৫ অনুযায়ী**	**ক) ১২,০০,০০০ টাকা** (বারো লাখ টাকা) **খ) ১,২০,০০০ টাকা** (এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা) **গ) ২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) **ঘ)** IDIB50398649040 **ঙ)** আমাদের জ্ঞাত নয় **চ)** স্বত্ব দখলীকৃত
৩.	**শ্রী অলকেন্দু দে** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা শ্রী সুভাষ চন্দ্র দে, গ্রাম : নতুনগ্রাম, পো : তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রীমতি সোমা দে** (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), স্বামী শ্রী সুভাষ চন্দ্র দে, গ্রাম : নতুনগ্রাম, পো : তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতি মৌসুমী দে (জামিনদাতা), গ্রাম : নতুনগ্রাম, পো : তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : তারকেশ্বর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৩১ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : জঙ্গলপাড়া, জেএল নং ২১, এলআর দাগ নং ৬৩০ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ২৪৩, এলআর খতিয়ান নং ২৪০৩ (সোমা দে), এলআর খতিয়ান নং ৩৪১৯ (অলকেন্দু দে), পুরশুরা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : পুরশুরা, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পুরশুরা,, ডিএসআর ২ হুগলি, এবং এ আর এ ৩, কলকাতা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৫৫৪-১৯৯৯ সালের, ডিএসআর হুগলি রেজিস্ট্রিকৃত ৩১.০৩.১৯৯৯ তারিখে, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৭৯ থেকে ৯০ , সম্পত্তি সোমা দে এবং অলকেন্দু দে **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ৬২০ (অংশ); **দক্ষিণে :** প্লট নং ৬৩০ (অংশ) এবং প্লট নং ৬৩১ (অংশ); **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ এবং প্লট নং ৬৩৫ (অংশ); **পশ্চিমে :** প্লট নং ৬২৫ (কানাইলাল সাঁতরা)।	**১৬,৫২,৫৯৮ টাকা** (যোলো লাখ বাহান্ন হাজার পাঁচশ আটানব্বই টাকা) (উক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **০৩.০৫.২০২৫ অনুযায়ী**	**ক) ৩০,০০,০০০ টাকা** (তিরিশ লাখ টাকা) **খ) ৩,০০,০০০ টাকা** (তিন লাখ টাকা) **গ) ২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) **ঘ)** IDIB20676969465 **ঙ)** আমাদের জ্ঞাত নয় **চ)** স্বত্ব দখলীকৃত
৪.	**মেসার্স দীনবন্ধু টেলকম,** স্বত্বাধিকারী : শ্রী সৌমেন পাল, পিতা দীনবন্ধু পাল, গ্রাম এবং পো : আঁট পুর, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সৌমেন পাল, স্বত্বাধিকারী -মেসার্স দীনবন্ধু টেলকম, পিতা দীনবন্ধু পাল ,গ্রাম এবং পো : আঁট পুর, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতি শতাব্দী পাল, স্বামী শ্রী সৌমেন পাল , গ্রাম এবং পো : আঁট পুর, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ, **শাখা : দ্বারহাট্টা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ শতক কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : আঁটপুর, জেএল নং ৭২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬২০ (অংশ), ৬২১ (অংশ) এবং ৬২২ (অংশ), পুরানো এলআর খতিয়ান নং ৩১৯, নতুন এলআর খতিয়ান নং ১৫৩২ , আঁটপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : জঙ্গি পাড়া, জেলা : হুগলি, দলিল নং ১৭৪-২০১৫ সালের, তারিখ ২৭.০১.২০১৫, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ২১৪৭ থেকে ২১৫৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর জঙ্গিপাড়া, শ্র সৌমেন পাল এর নামে, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে :শঙ্কর সেনের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** সড়ক; **পূর্বে :** শ্রী ভোলানাথ পালের সম্পত্তি;**পশ্চিমে :** শ্রী মদন মোহনের সম্পত্তি।	**২৯,৭৮,৬২৭ টাকা** (উনত্রিশ লাখ আটাত্তর হাজার ছশো সাতাশ টাকা) (উক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **০৩.০৫.২০২৫ অনুযায়ী**	**ক) ১২,০০,০০০ টাকা** (বারো লাখ টাকা) **খ) ১,২০,০০০ টাকা** (এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা) **গ) ২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) **ঘ)** IDIB50297571369A **ঙ)** আমাদের জ্ঞাত নয় **চ)** স্বত্ব দখলীকৃত
৫.	**শ্রী শরিৎ চৌধুরী,** পিতা শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ১০২, চৌধুরী প্লাজা, ৩/২১৬/এ/১২, ডা. বি সি সরণি, ফিফত লেন, পো : মোড়পুকুর, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৫০, পশ্চিমবঙ্গ, এবং শ্রীমতি ঝুমা চৌধুরী, স্বামী শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ১০২, চৌধুরী প্লাজা, ৩/২১৬/এ/১২, ডা. বি সি সরণি, ফিফত লেন, পো : মোড়পুকুর, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৫০, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : মোল্লারবার গুমোডাঙ্গা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং জি-১, একতলায় পরিমাণ ৬৪৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ৫৩৬ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া বহুতল ভবন চৌধুরী প্লাজা, অবস্থিত মৌজা : রিষড়া, জেএল নং ২৭, আরএস দাগ নং ১৮১০, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৩৩, এলআর দাগ নং ২১৬/১, এলআর খতিয়ান নং ১১৪১৪, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩/২১৬/এ/১২, বি সি রায় লেন, ফিফথ লেন, বিক্রয় দলিল নং ৪৭১৪-২০১৬ সালের , তারিখ ১৪.১২.২০১৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৬, পৃষ্ঠা ১০৫৭৫৬ থেকে ১০৫৭৭৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, হুগলি, রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো মোড়পুকুর, রিষড়া, জেলা : হুগিল, সম্পত্তি শ্রী শরিৎ চৌধুরী এবং শ্রীমতি ঝর্ণা চৌধুরীর নামে।	**১৯,১৮,০০৭ টাকা** (উনিশ লাখ আঠারো হাজার সাত টাকা) **০৩.০৫.২০২৫ অনুযায়ী**	**ক) ১২,০০,০০০ টাকা** (বারো লাখ টাকা) **খ) ১,২০,০০০ টাকা** (এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা) **গ) ২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) **ঘ)** IDIB50360501050 **ঙ)** আমাদের জ্ঞাত নয় **চ)** স্বত্ব দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২১.০৫.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন **support.baanknet@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে।
দরদাতাদের **https://baanknet.com**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫)
১. অভিষেক বি, শাখা ম্যানেজার - সিঙ্গুর (মোবাইল : ৮৪২০৮৪৯১৮৯) ২. সোমনাথ চ্যাটার্জি, শাখা ম্যানেজার, বসুবাটি (মোবাইল : ৯০৯৩৯২৩৯০৯)
৩. সুভাষ কুমার পাসোয়ান, শাখা ম্যানেজার, তারকেশ্বর (মোবাইল : ৯১৪২১৫২৬৬৮) ৪. দেবপ্রীতি ঘোষ, শাখা ম্যানেজার, দ্বারহট্ট (মোবাইল : ৮২৪০৭৩২৫১৮)
৫. বিবেক কুমার, শাখা ম্যানেজার, মোল্লারবার গুমোডাঙ্গা (মোবাইল : ৯৫৫৫৩৬৩৬৫৪)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৫, স্থান : ব্যান্ডেল — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন बैंक Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২১.০২.২০২৫** তারিখে **শ্রী তাপস দত্ত (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) এবং প্রয়াত উদয় চন্দ্র দত্তর আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৮,০৪,৭৮৩.২৭ টাকা (আঠার লাখ চার হাজার সাতশ তিরাশি টাকা এবং সাতাশ পয়সা) ২২.০২.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩০.০৪.২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা, জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতার আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া **১৮,০৪,৭৮৩.২৭ টাকা (আঠার লাখ চার হাজার সাতশ তিরাশি টাকা এবং সাতাশ পয়সা) ২২.০২.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ।**
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিবরণ/ঠিকানা/নং	সীমা এরিয়া	মালিকানা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক ২৭.২৫ কাঠা কমবেশি, মৌজা : শ্যামসুন্দরপুর, জেএল নং ৯৪, দাগ নং ১৯৫, ১৯৫/৫৪৪, ১৯৬/৫৪২, এবং ১৯৮, বৈকুণ্ঠপুর -১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০১।	**উত্তরে :** অন্যান্যর সম্পত্তি এবং প্লট নং ২০০; **পূর্বে :** সড়ক; **দক্ষিণে :** সড়ক এবং **পশ্চিমে :** সড়ক।	তাপস দত্ত এবং প্রয়াত উদয় চন্দ্র দত্তর আইনি উত্তরাধিকারী।

তারিখ : ৩০.০৪.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পক্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. **মেসার্স জয় গণেশ এন্টারপ্রাইজেস,** চণ্ডীগড় মধ্যমগ্রাম, গঙ্গানগর, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১৩২, **আরও ঠিকানা :** ২৮, তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা : ৭০০০৭৩। ২. **শ্রীমতি লক্ষ্মী বৈদ (স্বত্বাধিকারী)** স্বামী যশ বৈদ, ফ্ল্যাট নং সি/এল/১, মীরান্ডা অ্যাপার্টমেন্টস, ব্লক সি, ২য় তল, ২/২এ, রাজারহাট রোড, থানা : রাজারহাট, কলকাতা : ৭০০০৫৯। ৩. **শ্রী যশ বৈদ,** পিতা প্রয়াত মতিলাল বৈদ, ফ্ল্যাট নং সি/এল/১, মীরান্ডা অ্যাপার্টমেন্টস, ব্লক সি, ২য় তল, ২/২এ, রাজারহাট রোড, থানা : রাজারহাট, কলকাতা : ৭০০০৫৯।	ক) ৩,২৯,৯৯,৯৮১.৭৪ টাকা (তিন কোটি উনত্রিশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশো একাশি টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) লোন এ/সি নং *********২০৩০, ২৭.০৯.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৭.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১,১০,৪৫,৭০৭.০০ টাকা (এক কোটি দশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশ সাত টাকা) লোন এ/সি নং ***********১১২৮, ৩০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৮.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) মোট ৪,৪০,৪৫,৬৮৮.৭৪ টাকা (চার কোটি চল্লিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছশো অষ্টআশি টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) খ) **৩০.১২.২০২৪** গ) **২৯.০৪.২০২৫**

স্থাবর সম্পত্তির (জামিনদত্ত সম্পদ) বিবরণ

সমপরিমাণ জামিনদত্ত : সম্পত্তি নং ১ : ক) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ৩ ফুট চওড়া চলার পথ সহ, মুলী বাঁশ বেড়া টালির শেড, আরএস দাগ নং ২৮৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১০৫৮, মৌজা : গোপালপুর-চণ্ডীগড়, জেএল নং ৫০, আরএস নং ১৬, তৌজি নং ১৪৬, জমির বর্তমান কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, উত্তর ২৪ পরগনার কালেক্টর কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী, চণ্ডীগড়- রোহান্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, প্ল্যান প্লট নং এ, থানা : বারাসত,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস -বারাসত, চৌহদ্দি : উত্তরে : গোপাল বিশ্বাস এবং অন্যান্যরর ভবন, দক্ষিণে : অংশ দাগ নং ২৮৭। পূর্বে : শ্রীমতি মায়া রানি বিশ্বাসের প্লট। পশ্চিমে : পঞ্চায়েত রোড। **খ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা মুলী বাঁশ এর বেড়া, টালির শেড , আরএস দাগ নং ২৮৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৭৫ এলআর খতিয়ান নং ১০৫৮, মৌজা : গোপালপুর-চণ্ডীগড়, জেএল নং ৫০, আরএস নং ১৬, তৌজি নং ১৪৬, জমির বর্তমান কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, উত্তর ২৪ পরগনার কালেক্টর কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী, চণ্ডীগড়- রোহান্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, প্ল্যান প্লট নং এ, থানা : বারাসত,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস -বারাসত, চৌহদ্দি : উত্তরে : গোপাল বিশ্বাস এবং অন্যান্যরর ভবন, দক্ষিণে : অংশ দাগ নং ২৮৭। পূর্বে : অংশ দাগ নং ২৮৭। পশ্চিমে : শ্রীমতি বিভা রানি মিত্রর প্লট। **সম্পত্তি নং ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০৬ কাঠা ০১ ছটাক কমবেশি, ৩৩ ডেসিমেল থেকে, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২, আরএস খতিয়ান নং ৭৯৬, এলআর খতিয়ান নং ৫৮২/২(নথিভুক্ত নীলিমা দাসের নামে) এবং এলআর খতিয়ান নং ১৫৯, অবস্থিত মৌজা : গোপালপুর-চণ্ডীগড়, জেএল নং ৫০, আরএস নং ১৬,তৌজি নং ১৪৬, থানা : বারাসত, বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, এডিএসআরও বারাসত, স্থানীয় চণ্ডীগড়-রোহান্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক। দক্ষিণে : বাকি জমি দাগ নং ১২। পূর্বে : জমি দাগ নং ১৩। পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. **শ্রী শ্যাম ট্রেডার্স,** ৫১/৩বি, স্ট্র্যান্ড রোড, ৪র্থতল, রুম নং ৩০৪, কলকাতা -৭০০০০৭। ২. **শ্রী হেমন্ত আগরওয়াল (স্বত্বা.)** পিতা শিব কুমার আগরওয়াল, এস এফ রোড, শিলিগুড়ি, (এম কর্প) খালপাড়া, শিলিগুড়ি বাজার, দার্জিলিং, পিন : ৭৩৪০০৫। ৩. **শ্রী শিব কুমার আগরওয়াল,** পিতা সত্যনারায়ণ আগরওয়াল, এস এফ রোড, শিলিগুড়ি, (এম কর্প) শিলিগুড়ি বাজার, দার্জিলিং, পিন : ৭৩৪০০৫।	ক) ১,০২,৭৮,৩১১.০০ টাকা এ/সি নং ***********০১৪৩, ৩০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ২৮,০১,১৪০.০৫ টাকা এ/সি নং ***********০০৪৫, ৩০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) মোট ১,৩০,৭৯,৪৫১.০৫ টাকা (এক কোটি তিরিশ লাখ উনআশি হাজার চারশ একান্ন টাকা এবং পাঁচ পয়সা) **খ) ০৩.১২.২০২৪** **গ) ২৯.০৪.২০২৫**

স্থাবর সম্পত্তির (জামিনদত্ত সম্পদ) বিবরণ

সমপরিমাণ জামিনদত্ত : (সমুদয় প্রেমিসেস) : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৭৬ কাঠা ০৮ ছটাক ২১ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫০১/১, যশোর রোড, কলকাতা : ৭০০০৫৫, আরএস দাগ নং ১৫৫, আরএস খতিয়ান নং৪৫, আরএস দাগ নং ১৬৬, ১৬৮, ৭১৭ এবং ১৭৪, আরএস খতিয়ান নং ৪৪, আরএস দাগ নং ১৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৬ এবং আরএস দাগ নং ১৭৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৭, জেএল নং ৩২/২০, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮ এবং ২২৯, মৌজা : শ্যামনগর, থানা : দম দম, ওয়ার্ড নং ২১, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং চৌহদ্দি :উত্তরে : ২০ ফুট প্রাইভেট রোড। দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৪৩৫,যশোর রোড। পূর্বে : যশোর রোড (মেন)। পশ্চিমে : ২০ ফুট প্রাইভেট রোড। **(বন্ধকদত্ত সম্পদ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট/ইউনিট ফ্ল্যাট নং ১৫এইচ, পরিমাণ আনুমানিক ৯২৪ বর্গফুট কমবেশি কার্পেট এরিয়া (১৪০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ১৬শ তলে, ব্লক বি, একটি মাঝারি মাপের/ ছোট মাপের খোলা সিমেন্টের মেঝে কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (১৩৫ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় নং ১৫৬, সংশ্লিষ্ট ভবনে/কমপ্লেক্সে নাম আইডেন্টিটি, উক্ত প্রেমিসেসের তপশিলে বর্ণিত মতে। এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বার্থ জমির সংশ্লিষ্ট ব্লকে এবং সংশ্লিষ্ট তপশিলে লিখিত মতে।

তারিখ : ০৪.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

রেলের উচ্ছেদ অভিযান

ভাঙল তৃণমূল নেতা খুনে মূল অভিযুক্তর কার্যালয়, ধৃতের ভাইয়ের ক্লাবঘর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা.: রেলের উচ্ছেদ অভিযানের শুরুতেই বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার খুনের মূল অভিযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির কার্যালয় এবং ধৃতের ভাইয়ের একটি ক্লাবঘর। শনিবার দুপুর ১২টা থেকে মালদা টাউন স্টেশন সংলগ্ন মূলত ২২ এবং ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের রেলের জমি জবরদখল মুক্ত করতেই এই অভিযান শুরু করা হয়। এদিন আরপিএফ কর্মী এবং অফিসারদের বিশাল ফোর্স নিয়েই উচ্ছেদ অভিযান চালায় পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন কর্তৃপক্ষ। আর অভিযানের শুরুতেই ২২ নম্বর ওয়ার্ডে রেলের জমিতে থাকা বাবলা সরকার খুনের মূল অভিযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির একটি কার্যালয় বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপরই ধৃতের ভাই ধীরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির আরও একটি ক্লাবঘর ভেঙে জায়গা জবরদখল মুক্ত করে রেল। পাশাপাশি একই ভাবে বাবলা সরকার খুনের আরেক অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজকের বাড়িটিও। এই বাড়িটি রেল কলোনিতে বেআইনি ভাবে তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

সম্প্রতি চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের ২ তারিখ নিজের এলাকাতে নৃশংসভাবে খুন হন ইংরেজবাজার পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাবলা সরকার। এই ঘটনা এখনো পর্যন্ত নয় জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তার মধ্যে অন্যতম অভিযুক্ত তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত ওই এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি। দীর্ঘদিন ধরে মালদার ইংরেজবাজারের ঝলঝলিয়া এলাকায়, রেলের জায়গা দখল করে নিজের কার্যালয় তৈরি করেছিল নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি। ওই এলাকাতেই রয়েছে রেলের জায়গায় অবস্থিত তার ঘনিষ্ঠদের একটি ক্লাব। বাবলা সরকার খুনের ঘটনার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করে এই জায়গা থেকেই খুনের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

মালদা ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত একমাস আগেই রেলের জায়গা জবরদখল মুক্ত করতে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। প্রায় ১০০টির বেশি ঘুপচি ঘর, অস্থায়ী দোকান, ক্লাব ঘর রেলের জায়গা দখল করে তৈরি করা হয়। এব্যাপারে জ্বর দখল মুক্ত করার নোটিস জারি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এদিন এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে।

ইংরেজবাজার পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর গৌতম দাস জানিয়েছেন, 'রেলের জায়গাগুলিতে যেখানে পরিত্যক্ত দোকান অথবা ঘর রয়েছে সেগুলি জবরদখল মুক্ত করা হোক। কিন্তু যারা ৩০ থেকে ৪০ বছর ধরে রেলের জায়গায় কোনও রকমে ছোটখাটো ব্যবসা করে আসছেন, তাঁদের বিকল্প ব্যবস্থা না করে উঠানো উচিত নয়। এব্যাপারে আমরা রেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। অন্যায় ভাবে যদি ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হয় তা হলে আগামীতে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।'

পূর্ব রেলের মালদার ডিআরএম মনীশ কুমার গুপ্তা জানিয়েছেন, রীতিমতো নোটিশ জারি করে রেলের জায়গা থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। আগামী দিনে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: দুঃস্থ হতদরিদ্র পরিবারের কৃতি ছাত্র রাজ্যের মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম সাইদ আলম মণ্ডল। জয়েন্টে বসে চিকিৎসক হওয়া স্বপ্ন। তার পড়াশুনার অনুপ্রেরণা বাবা-মা ও শিক্ষকরা।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের ইটিণ্ডাপানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইটিন্ডা আমিনিয়া মাদ্রাসা ১৯৩০ সালে এই মাদ্রাসা স্থাপিত হয়, স্বাধীনতা সংগ্রামী আল্লামা রুহুল আমিন উদ্যোগে সেখান থেকে আজও গর্বের সঙ্গে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত ইতিমধ্যেই মাদ্রাসা থেকে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার চিকিৎসক রাজ্য দেশের নানা প্রান্তে সুনামের সঙ্গে অর্জন করে আসছে। ২০২২ সাল থেকে মাদ্রাসাটি বোর্ডের র‍্যাংঙ্কি করে আসছে।

এবার আমিনিয়া মাদ্রাসা বোর্ডের মুকুটে নয়া পালক। প্রথম হয়েছে সাইদ আলম। ৯০০ মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৭৩। বাবা আব্দুল কাইয়ুম মণ্ডল বম্বেতে সেলাই মিস্ত্রি কাজ করেন। মা সাবিনা বিবি গৃহবধূ। কোনও রকম ভাবে দিন গুজরান করেন। টালির ঘরে বসেই প্রায়ই স্বপ্ন দেখত সে একটা কিছু করবে। অবশেষে এবার মাদ্রাসা বোর্ডে প্রথম। আগামী দিনের জয়েন্টে বসে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল উভয় পরীক্ষাতেই বসেতে চায়। তবে চিকিৎসক হওয়ার তার স্বপ্ন। কিন্তু পড়াশোনার খরচ জোগাড় করা তার কাছে একেবারেই দুর্বিষহ ব্যাপার। তাই সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তা হলে তার স্বপ্ন পূরণ হবে। দিনে আট থেকে দশ ঘণ্টা পড়াশোনা করত অবসর সময় মোবাইল দেখতেন সৎ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পড়াশোনার ভিডিও দেখতেন। পাশাপাশি ক্রিকেট খেলা তার পছন্দের। পছন্দের খেলোয়াড় বিরাট কোহেলি।

বস্তিতে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভ্যাবলা রেল গেট সংলগ্ন এলাকায় বস্তিতে বিধ্বংসী আগুন। পুড়ে ছাই একাধিক বাড়ি। ঘটনাস্থলে রেল পুলিশ, দমকল। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার বারাসত-হাসনাবাদ শাখার ভ্যাবলা রেল স্টেশন সংলগ্ন বস্তিতে। ভয়াবহ আগুন ভস্মীভূত একাধিক বাড়ি। হঠাৎই দুপুর দুটো নাগাদ আগুন লেগে যায়। তারপরে এক এক করে বেশ কয়েকটি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আসবাবপত্র, জিনিস থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বসিরহাট রেল পুলিশ ও দমকলকে খবর দেওয়া হয়। শেষ রক্ষা হয়নি তার আগে পুরো ছাই হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ। ঘরের মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে না কোনও দাহ্য বস্তু মজুদ করা ছিল কিনা পুলিশ সবটাই তদন্ত করে দেখছে।

আগুন সছড়ানোর আগেই ঘটনাস্থলে যান বসিরহাট পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোপাল দাস। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। তিনি বলেন, কোনও অন্তর্ঘাত আছে কিনা সেটাও তদন্ত করে দেখুন প্রশাসন। সর্বস্ব হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে বেশ কয়েকটি পরিবার আছে। তাদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। একদিকে খাবারের ব্যবস্থা অন্যদিকে বাসস্থানের জন্য সব রকম ব্যবস্থা শুরু করেছে এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব।

দেশের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী হতে চায় সৌম্যজিৎ

মাধ্যমিকে ৯৫ শতাংশে গর্বিত সিভিক বাবা, পুলিশ মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: দেশের স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী হতে চায় মাধ্যমিকে ৯৫ শতাংশ নম্বরপ্রাপ্ত সৌমজিৎ যাদব। শিক্ষিত মানুষের হাতে সমাজ না গেলে আগামী ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জন্য ঠিক থাকবে না, তাই সমস্ত শিক্ষিত মানুষের উচিত রাজনীতিতে আসা। এমনটাই মনে করে সৌম্যজিৎ।

তার বাবা পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার। ছেলের রেজাল্টে গর্বিত সিভিক ভলেন্টিয়ার বাবা সহ পুলিশ মহল। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করতেই খুশি পরিবারও। মেধাবী এই ছাত্রকে থানার পক্ষ থেকে দেওয়া হল সংবর্ধনা। হাতে তুলে দেওয়া হল একটি ল্যাপটপ সহ মিষ্টির প্যাকেট। সাধারণত সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে নানা সময়ে নানা ধরনের সমালোচনা শোনা যায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। রাস্তায় ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সহায়তায় তারা সক্রিয় হলেও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য গোটা বাহিনীকেই অনেক সময় নেতিবাচক চোখে সাধারণ মানুষেরা। হাবড়া থানার বিড়া নারায়ণপুর এলাকার বাসিন্দা হাবড়া থানায় কর্তব্যরত বিশ্বজিৎ যাদবের একমাত্র ছেলে সৌমজিৎ যাদব মাধ্যমিকে ৯৫ শতাংশ নম্বর পাওয়ার খবর চাউর হতেই খুশি গোটা বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ পরিবার।

শনিবার সৌমজিৎ যাদবকে হাবড়া থানার পক্ষ থেকে হাবড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি অনুপম চক্রবর্তী মহাশয় এই মেধাবী ছাত্রের হাতে তুলে দিলেন পুষ্পস্তবক এবং একটি ল্যাপটপ সহ মিষ্টির প্যাকেট। পাশে ছিলেন হাবড়া এক নম্বর ব্লকের বিডিও সুবীর কুমার দণ্ডপাট। সৌমজিতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে সব রকম ভাবে পাশে আছে পুলিশ পরিবার এমনটাই এদিন বললেন হাবরা থানার আইসি অনুপম চক্রবর্তী। সৌমজিৎ এদিন পুলিশের কাছ থেকে এতটা ভালোবাসা পেয়ে ভীষণ খুশি এই মেধাবী ছাত্র। আগামী দিনের ছেলের ভবিষ্যৎ গড়তে যে কোনও বাধায় পুলিশ পরিবারকে পাশে পাবেন বলে জানালেন মেধাবী ছাত্রের সিভিক ভলেন্টিয়ার বাবা বিশ্বজিৎ যাদব।

ফের মহিষ পাচার রুখল পুলিশ, ধৃত ৪, উদ্ধার ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মহিষ পাচার করার সময় ছয়টি বড় মহিষ ও চারটি মহিষের বাচ্চা সহ চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জামবনি থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের খাটখুরা স্টেশন রোড়ে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের মধ্যে কানহাইয়া সিং, ধনজ কুমার, এদের দুজনের বাড়ি বিহারের দারসানেহপ্র এলাকায়। বাকি দুজন এসকে তাসির আলি ও আমজাদ খান, এদের দুজনের বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনী থানা এলাকায়। শনিবার অভিযুক্তদের ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে জামবনি থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে একটি পিকআপ ভ্যানে ১০টি মহিষ নিয়ে চাকুলিয়া দিক থেকে আসার সময় জামবনি থানার খাটখুরা এলাকায় পুলিশ পিকআপ ভ্যানটিকে সন্দেহ হওয়ায় আটক করে। সেখানে মহিষের কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পিকআপ ভ্যান সহ মহিষগুলিকে আটক করে পুলিশ এবং ঘটনায় চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। জামবনি থানার আইসি অভিজিৎ বসু মল্লিকের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বড়সড় মহিষ পাচার রুখে দিল জামবনি থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও পুলিশের অভিযানে লাগাতার সাফল্যে খুশি সাধারণ মানুষজন। পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমস্তস্তরের মানুষজন।

আলিম পরীক্ষায় দ্বিতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আলিম পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল সীমান্ত এলাকার মাসুম বিল্লাহ গাজি। উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের বিথারী এলাকায় বাড়ি মাসুমের। এবার মাদ্রাসা বোর্ডের আলিমে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সে। তার প্রাপ্য নম্বর ৮৭০। কাটিয়াহাট রজব আলী সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র সে। আগামী দিনে ডব্লিউবিসিএস বা আইএএস পরীক্ষা দিয়ে সরকারি আধিকারিক হয়ে সমাজের দুর্নীতি করবে বলেই তার ইচ্ছা। স্বপ্ন পূরণের দিকে একমোনে এগিয়ে যেতে চায় সে। তার এই রেজাল্টের খুশির হাওয়া পরিবার থেকে শুরু করে এলাকাবাসীরা।

কৃতি রাজশ্বরী নৌবাহিনীর অফিসার, অঙ্কিত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়

নিজস্ব প্রতিবদন, পাণ্ডবেশ্বর ও অণ্ডাল: ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন্দা গ্রামের বাসিন্দা রাজশ্বরী গোস্বামী গ্রামের মানুষকে তাক লাগিয়ে পেয়েছে ৬৭৬ নম্বর, অন্যদিকে অণ্ডালের উখড়ার বাসিন্দা অঙ্কিত পেয়েছে ৬৩৪। রাজশ্বরীর ইচ্ছে নৌবাহিনীর অফিসার হওয়া অন্যদিকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় উখড়ার অঙ্কিত দাস। দুই মেধাবী ছাত্র ছাত্রীর সাফল্যে খুশি উভয় স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে চলতি শিক্ষা বর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল । খনি অঞ্চলের পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের কোন্দা ব্লকের বাসিন্দা রাজেশ্বরী গোস্বামী পেয়েছে ৬৭৬ নম্বর। ৬৭৬ নম্বর পেয়ে নতুনডাঙা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম হয়েছে রাজেশ্বরী। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের নতুনডাঙ্গা স্কুলের ছাত্রী রাজশ্বরী অংকে ৯৯, জীবন বিজ্ঞানে ১০০ তে ১০০,পদার্থ বিজ্ঞানের তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৭। বাবা মনোরঞ্জন গোস্বামী খনি কর্মী, মা গৃহবধূ, দুই বোনের মধ্যে রাজশ্বরী ছোট। মনোরঞ্জনবাবু জানান, দুই মেয়েই পড়াশোনায় মেধাবী। বড় মেয়ে ২০১৬ সালে মাধ্যমিকে পেয়েছিল ৬৪৪ নম্বর, বর্তমানে সে তিরুপতি আইআইটিতে পিএইচডি করছে। রাজেশ্বরীর মা কাবেরী গোস্বামী বলেন,' ছোট মেয়ে আমার মেয়ে ভীষণ চঞ্চল, তবে পড়াশোনায় খুবই মেধাবী। প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘণ্টা পড়াশোনা করে। মাত্র একজন রয়েছেন টিউশন শিক্ষক। তিনি ইংরেজি পড়ান, বাদবাকি সব বিষয় নিজে পড়ে অথবা প্রয়োজনে বাবার সাহায্য নেয় সে। গান করতে ও শুনতে ভালোবাসে। গানের প্রতিযোগিতাতে ব্লকের প্রথম আর জেলাতে ১২ তম স্থান স্থান পেয়েছিল।' 'আপাতত সায়েন্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পড়া ও নিট পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি নেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছি' জানায় রাজশ্বরী।

অন্যদিকে অণ্ডাল ব্লকের উখড়া গ্রামের বাসিন্দা অঙ্কিত দাস মাধ্যমিক পরীক্ষায় পেয়েছে ৬৩৪ নম্বর দুর্গাপুরের সুরেন্দ্রচন্দ্র মডেল স্কুলের ছাত্র অঙ্কিত অংকে ৯৬ ইংরেজিতে ৯২ জীবন বিজ্ঞানে পেয়েছে ৯৫ নম্বর। অঙ্কিতের বাবা জয়ন্ত দাস ছোট ব্যবসা করেন, মা টুম্পা দাস গৃহবধূ। পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কিত ছবি আঁকাতেও যথেষ্ট পারদর্শী। পড়াশোনায় প্রিয় বিষয় ইংরেজি, তবে ভবিষ্যতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়াই লক্ষ্য বলে জানায় অঙ্কিত।

কুমারডিহির ঐতিহ্যবাহী শ্মশানের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরের নবগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুমারডিহি গ্রামে রয়েছে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শ্মশান। এই শ্মশানে কুমারডিহি গ্রাম এবং আশপাশের কোলিয়ারি ও আরও কয়েকটি গ্রামের মানুষের মৃতদেহ দাহ করা হয় এখানে। মৃতদেহ সৎকারের জন্য বহু মানুষ এই শ্মশানে আসেন। শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করার জন্য এবং জাত শ্মশানযাত্রীদের বসার জন্য রয়েছে একটি ঘর। এছাড়াও শ্মশানের বিশাল জায়গায় শ্মশান যাত্রীরা মৃতদেহ দাহ করতে এসে বসতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল বেশ কয়েকদিন ধরে শ্মশানের বিভিন্ন জায়গায় বাড়ির ভাঙাচোরা ইট সিমেন্ট পাথর ফেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে শ্মশানে এখন দাঁড়াবার জায়গা নেই। এই মুহূর্তে কোনও মৃতদেহ দাহ করতে এলে চরম সমস্যায় পড়তে হবে শ্মশান যাত্রীদের এমনটাই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ মনে করছেন।

তবে কে বা কারা এই ধরনের ঘৃণ্য কাজ করেছে সেটা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেন পাণ্ডবেশ্বর ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখার্জি। পাশাপাশি তিনি এও জানান, শ্মশানটিকে পুনরায় সুন্দর সুসজ্জিত করে তোলার ব্যবস্থা করা হবে, যেখানে যত নোংরা আবর্জনা আছে সেগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে শ্মশানযাত্রীদের সুবিধার ব্যাপারটি দেখা হবে।। তবে যে বা যারা এই ধরনের কাজ করেছে তাদের শীঘ্রই খুঁজে বের করা হবে। গ্রামের বাসিন্দা রঞ্জিত কর্মকার জানান, সত্যিই বর্তমানে কয়েকদিন ধরে শ্মশানটির অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে।

জাতীয় আলোচনা চক্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিউড়ি রামকৃষ্ণ সভাগৃহে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় সাহিত্যের জনজাতি চেতনা সম্পর্কিত জাতীয় আলোচনা চক্র। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন প্রাক্তন জেলা বিচারক তথা তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজের সভাপতি বিপিন মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক নারায়ণপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নাট্য অভিনেতা মহাদেব দত্ত, সাহিত্য একাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় কার্যক্রম অধিকর্তা শ্রী অভিষেক রথ, অধ্যাপক ডঃ তপন গোস্বামী, অধ্যাপক ডঃ সজল দে, অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা ডঃ মেরি হাঁসদা প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমান্ধচজর সম্পাদক এবং অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ডঃ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়।

প্রশাসনিক বৈঠক: ঐতিহ্যপূর্ণ পূর্বস্থলীর জামালপুরের বুড়োরাজ মন্দিরের মেলা অনুষ্ঠিত হবে ১১ মে থেকে, আর তার আগে শনিবার বিকেলে পূর্বস্থলীর জামালপুরের গোরুরহাট সংলগ্ন এলাকায় এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মেলা কমিটি, পূর্বস্থলী থানার আইসি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী, পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চ্যাটার্জি, পূর্বস্থলী ২ ব্লকের বিডিও পৌষালি চক্রবর্তী, সহ বিভিন্ন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই বৈঠক শেষে মেলা কমিটির তরফে বিশ্বনাথ ব্যানার্জি জানান, ভলেন্টিয়ারের জন্য কার্ড এর ব্যবস্থা করা হবে।

চন্দননগরের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ১৯৫০ সালের ২ মে ফরাসি শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে চন্দননগর। বহু ইতিহাসের সাক্ষী সেই শহরের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করছে চন্দননগর কলেজ এবং চন্দননগর কলেজের প্রাক্তনীদের অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন।

ইতিমধ্যেই চন্দননগর কলেজ বিল্ডিংকে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে চন্দননগর স্ট্র্যান্ড। জগৎ বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজো, বিশ্ব বন্দিত আলো এমন অনেক জিনিসই আছে। চন্দননগর কলেজের হেরিটেজ ভবনে রয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার। তাই গোটা চন্দননগর শহরকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

কলেজ অধ্যক্ষ দেবাশিসবাবু বলেন, চন্দননগরকে হেরিটেজ নগরীর স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে চন্দননগর কলেজ এবং চন্দননগর কলেজ অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের তরফে। চিঠি পাঠিয়ে আবেদন করা হয়েছে হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যান আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। চন্দননগরের ফরাসি শাসনকালে অনেক বিপ্লবী ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করে থাকতেন। তাদের স্মৃতি বিজরিত জিনিস সহ ফরাসি আমলের অনেক পুরোনো জিনিস চন্দননগরের নাগরিকের কাছে আছে, তাদের কাছে আবেদন করা হয়েছিল মিউজিয়ামের জন্য সেগুলো দিতে যাতে সাধারণ মানুষ দেখতে পারেন। অনেকেই সাড়া দিয়েছেন। পঁচাত্তর বছরের বেশি যারা চন্দননগরে বসবাস করছেন তাঁদের সংবর্ধনাও দেওয়া হবে। চন্দননগর কলেজের প্রাক্তনীদের সাহায্যে চন্দননগর ও ডুপ্লে কলেজ নিয়ে বই প্রকাশ হয়েছে আগেই।

মাধ্যমিকে ত্রয়োদশ স্থান প্রত্যন্ত গ্রামের হতদরিদ্র রাজর্ষির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রবল ইচ্ছা শক্তি আর কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে মেধা থাকলে যে লক্ষ্যে পৌছনো কোনও সমস্যা নয় তা আবারও প্রমাণ করল প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র পরিবারের ছাত্র রাজর্ষি নন্দী। সে ২০২৫ সালে মাধ্যমিকে প্রথম দশের মধ্যে জায়গা করতে না পারলেও এক থেকে কুড়ির মধ্যে স্থান করে নেয়। দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে সে মাধ্যমিকে ভালো ফলাফল করেছে। স্কুল ও গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৩।

স্কুল সুত্রে জানা গিয়েছে, মাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে ত্রয়োদশ স্থান পায় রাজর্ষি। আরামবাগ মহকুমার খানাকুল এক নম্বর ব্লকের পাতুল গ্রামে বাড়ি তার। বাবা সুবীর কুমার নন্দী প্রাইভেট টিউশন পড়ান। সঙ্গে চাষের কাজও করেন। মা লিপিকা নন্দী গৃহবধূ। খুবই দরিদ্র কৃষক পরিবার। গ্রামে টিউশন পড়ানোর পাশাপাশি ছেলের লেখাপড়ার বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন সুবীরবাবু। অর্থের টানাটানি থাকা সত্ত্বেও মা শত কষ্টের মধ্যেও ছেলের পড়াশোনার যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখতেন। স্কুলে বরাবরই মেধাবী ছাত্র রাজর্ষি। সে এবারের পরীক্ষায় বাংলায় ৯৮, ইংরাজিতে ৯৫, অঙ্কে ১০০, পদার্থ বিজ্ঞানে ৯৭, জীবন বিজ্ঞানে ৯৫, ইতিহাসে ৯৯, ভুগোলে ৯৯।

জানা গিয়েছে, আরামবাগ হাইস্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। বড় হয়ে রাজর্ষি জয়েন্ট দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। এই বিষয়ে পাতুল গনেশ বাজার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রেজাউলবাবু বলেন, 'মাধ্যমিকে ভালো ফল করবে আশা ছিল। তবে প্রথম দশের মধ্যে থাকার কথা। কিন্তু ওর ভালো ফলের জন্য স্কুল গর্বিত। ওকে দেখে আমাদের স্কুল থেকে আরও মেধাবী ছাত্র ভালো রেজাল্ট করবে। প্রত্যন্ত গ্রামের গরিব পরিবারের ছেলে রাজর্ষি। আমরা সব সময় পাশে আছি।' এই বিষয়ে রাজর্ষি জানায়,'আর একটু ভালো ফলের আশা করেছিলাম। বাবা মা থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক ও গৃহ শিক্ষকেরা খুবই সাহায্য করেছেন। দারিদ্রতা কোনও প্রতিকূলতা নয়। এটাকে জয় করিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। পাঠ্য বই খুব ভালো করে পড়তে হবে। তা হলেই সাফল্য আসবে।'

জৌলসহীন ম্যাচেও আজ ইডেনে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে বৈভব

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্লে অফের দৌড়ে একপ্রকার ভেন্টিলেশনেই নাইট রাইডার্স। সব ম্যাচই জিততে হবে।মারকাটারি ব্যাটিং বা বোলিং নেই কারোরই। সবই গড়পড়তা। অন্যদিকে রাজস্থান রয়্যালসেরও তারকা নেই সে'ভাবে। তাই রবিবারীয় দুপুরে ইডেন ভরবে কিনা সন্দেহ! এরমধ্যেই অবশ্য আশার বাণী শোনাচ্ছেন সিএবি কর্তারা। কারণ, লাইমলাইটে এক ১৪ বছরের কিশোর। বৈভব সূর্যবংশী। তাঁর ব্যাটিং ঝড় দেখার আকর্ষণ কেউই এইমুহূর্তে মিস করতে চান না। সিএবি কর্তারা তো নিজেরাই নিজেদের পরিবার নিয়ে মাঠে হাজির হতে চান কিশোরের ব্যাটিং দেখতে। তারসঙ্গে আবার রয়েছেন যশস্বীও। বৈভবের থেকে বড় হলেও দুরন্ত খেলোয়াড়ের ইনিংস দেখার লোভ অনেকরই। ম্যাচের আগের দিন ইডেনেও ছিল শুধু বৈভব বন্দনা। এদিন ইডেনে অনুশীলন করলেন মুম্বই ম্যাচের মতই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। প্রয়োজন মতো তাঁকে কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের পরামর্শও দিলেন। কেকেআরের চিন্তার কারণ হতে পারে বৈভব। ম্যাচে যে তিনিই ফ্যাক্টর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে নাইটদের রভম্যান পাওয়েল শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দিলেন, 'বৈভব কে নিয়ে আলাদা কোনও পরিকল্পনা নেই। সবাইকে নিয়েই ভাবছি'।বরং নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়েই বেশি চিন্তিত পাওয়েল। তাঁর সাফ কথা, 'এই জায়গায় আমাদের ভালো খেলতেই হবে। একটা একটা ম্যাচ করে এগোতে চাইছি। এটাই আমাদের সেরা সময় ভালো খেলার। রিঙ্কু, রাহানে, ভেঙ্কটেশ আছে। রঘুবংশী ভালো খেলছে।' গত দিল্লি ম্যাচের নাইটরা উইনিং কম্বিনেশন ভাঙবে কিনা জানা সেটা জানা নেই। তবে অধিনায়ক আজিঙ্ক রাহানেকে এদিনও খুব চিন্তায় দেখা গেলো। পিচ নিয়ে পর্যালোচনা করলেন।

হতে পারে প্রতিপক্ষ। কিন্তু 'গুরু' তো সবারই। কেকেআর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হতেই মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম ১৪ বছরের বৈভবের।

শনিবার অনুশীলনেই অ্যাকশন মোডে বৈভব সূর্যবংশী। আজ ইডেনে কি ঝড় উঠবে? অপেক্ষায় ক্রিকেটের নন্দন কানন।

ছবি: অদিতি সাহা

এদিকে রাজস্থানের বোলিং কোচ শেন বন্ড জানালেন,' দিনের খেলা। কঠিন। তবে খেলোয়াড়রা জেতার মানসিকতা, এনার্জি নিয়েই নামবে। প্রথম দিন থেকেই আর্চার একা হাতে আমাদের পেস অ্যাটাক সামলাচ্ছে। ও খুব ভালো টাচে আছে। ইংল্যান্ডের হয়ে আসন্ন টেস্ট সিরিজেও ভালো পারফর্ম করবে। কেকেআর ব্যাটিং ভালো। ওদের স্পিনাররা ভালো। দিনের খেলা। গরমে খেলা কঠিন। সব উইকেটই চ্যালেঞ্জিং। বিশেষ করে ছোট মাঠে'।এই ম্যাচে নেই সঞ্জু স্যামসন ও সন্দীপ শর্মা। বৈভব শেষ ম্যাচে শূন্য হাতেই ফিরেছেন। এরপরও তাঁকে আলাদা কোনও চাপ দিতে নারাজ রাজস্থান রয়্যালস। বন্ড বলেন, 'বৈভবকে আলাদা করে কিছু টিপস দেওয়ার নেই। ও বিস্ময়কর খেলছে। ওকে ওর মতোই খেলতে দেওয়া উচিত। ও অসাধারণ। ওকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই হইচই পড়ে গিয়েছে। আমরা সবাই ওকে গাইড করছি। এখনই ওকে কোনও পেশাদার চাপ দেওয়া হচ্ছে না। আমার নিজের ১৬ বছরের একটা ছেলে আছে। বৈভব ওর থেকেও ছোট। ওর মধ্যে সব গুণ আছে।'

৪২৪ রানের থ্রিলারে চেন্নাইকে হারিয়ে শীর্ষে বেঙ্গালুরু

আইপিএলে মোট ৮ বার ৫০০-র বেশি রান করলেন বিরাট কোহলি।

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিগ টেবিলের তলানিতে থাকা চেন্নাই সুপার কিংস ২১৪ রানের পাহাড় সমান রান তাড়া করতে গিয়ে জয়ের একদম দোরগোড়ায় চলে গিয়েছিল। তবে শেষ রক্ষা হলো না তাদের। ৪২৪ রানের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ২ রানের জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এলো রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। শেষ ওভারে চেন্নাইয়ের দরকার ছিল ১৫। হাতে ৬ উইকেট। যশ দয়ালের নাটকীয় ওভারে শেষ বলে ৪ রান দরকার পড়ে। সেটা আর নিতে পারেনি চেন্নাই। ৪৫ বলে ৮ চার আর ২ ছক্কায় ৭৭ রানে অপরাজিত থাকেন রবীন্দ্র জাদেজা। ৫ উইকেটে ২১১ রানে থামে চেন্নাই। তাতে ধোনির সংযোজন ৮ বলে ১২।

বড় রান তাড়ায় মূল গতিটা দিয়েছিলেন চেন্নাই ওপেনার আয়ুশ মাত্রে। কিন্তু তার ৪৮ বলে ৯ চার আর ৫ ছক্কায় ৯৪ রানের ইনিংসটা বিফলেই গেল।

এর আগে শুরুটা করছিলেন বিরাট কোহলি, শেষটা রোমারিও শেফার্ড। সবমিলিয়ে ৫ উইকেটে ২১৩ রানের বড় তোলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। বিরাট কোহলি, সাদা বলের ক্রিকেটে এক চ্যাম্পিয়নের নাম। তিনি চাইলে একশ স্ট্রাইকরেটে দলকে বাঁচিয়ে খেলতে পারেন, আবার দলের প্রয়োজনে হয়ে যেতে পারেন মারকুটে টি-টোয়েন্টি ব্যাটার। যেমনটা দেখা গেল শনিবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচে। ১৮৭ প্লাস স্ট্রাইকরেটে ৩৩ বলে ৬২ রানের ঝোড়ো ইনিংস বের হয়ে এলো বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে। যে ইনিংসে সমান ৫টি করে চার-ছক্কা হাঁকিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন এই ব্যাটার। ঘরের মাঠে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে কোহলির সঙ্গে উড়ন্ত সূচনা করেন জ্যাকব বেথেল। ৬৯ বলে ৯৭ রানের ওপেনিং জুটি গড়েন তারা। ৩৩ বলে ৮ চার আর ২ ছক্কায় ৫৫ করে সাজঘরে ফেরত যান বেথেল। কোহলি করেন ৩৩ বলে ৬২। ভালো শুরু করেও অবশ্য ধরে রাখতে পারেননি দেবদূত পাডিক্কেল। ১৫ বলে একটি করে চার-ছক্কায় ১৭ করে আউট হন তিনি। এরপর রানের গতি কমে যায় বেঙ্গালুরুর। অধিনায়ক রজত পাতিদার ১৫ বলে ১১ আর জিতেশ শর্মা ফেরেন ৮ বলে মাত্র ৭ করে। ১৮ ওভার শেষে বেঙ্গালুরুর রান ছিল ৫ উইকেটে ১৫৯। ১৯তম ওভারে খলিল আহমেদের ওপর চড়াও হন রোমারিও শেফার্ড। একটি নো বলসহ এক ওভারেই ৩৩ রান খরচ করেন এই পেসার। শেফার্ড হাঁকান চার ছক্কা আর দুই বাউন্ডারি।শেষ ওভারে মাথিসা পাথিরানাকেও দুটি করে চার-ছক্কা হাঁকিয়েছেন শেফার্ড। ১৪ বলে পূরণ করেন অর্ধশতরান।

সূত্রের খবর, এবারের সিএবি নির্বাচনে সভাপতি পদে দাঁড়াতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছোট মাঠ থেকে জেলা চষে বেড়াচ্ছেন। বাদ দিতে চান না আইপিএল মঞ্চও। বেঙ্গালুরু থেকে ফিরে এসেই শনিবার মাঠ দেখতে ইডেনে চলে এলেন সৌরভ। তাঁকে মাঠের পরিস্থিতি দেখালেন পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে মাঠ দেখতে সিউড়িতে হাজির স্নেহাশিস, শ্রীমন্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতায় নয়, সিএবি পরিচালিত মেয়েদের বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ এবার হবে জেলাতে। জেলার ক্রিকেটে মেয়েদের জনপ্রিয়তা বাড়াতেই এই উদ্যোগ। তারই প্রস্তুতি দেখতে বোলপুরের সিউড়ি গেলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে গিয়েছিলেন সিএবি পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিকও। সিউড়িতে এমজিআর মাঠ দেখার পাশাপাশি সেখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতি, এমনকি যে হোটেলে থাকবেন ক্রিকেটাররা, তাও দেখে আসেন তারা।সিএবির হয়ে বোলপুরে যান সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দে, অম্বরীশ মিত্র, অয়ন নন্দী, কেয়া রায়, লোপামুদ্রা ব্যানার্জী সহ সিএবির কমিটির সদস্যরা। এদিন সিউড়িতে মাঠ দেখার পাশাপাশি বিশ্বভারতীর আশ্রম মাঠে ইউনিভার্সিটির সেমিফাইনালে রবীন্দ্র ভারতীর সঙ্গে আইআইটি খড়গপুরের খেলার সূচনাতেও ছিলেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমন্ত কুমার মল্লিকরা। যার সূচনা করতে গিয়ে নিজের জীবনের লড়াইয়ের কথা বলে তরুণদের উৎসাহিত করে আসেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

বিশ্বভারতীতে খেলা দেখতে উপস্থিত সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক সহ অন্যরা।

রেফারিদের সঙ্গেও 'বডি ক্যাম'! বদলাচ্ছে ফুটবলের একটি নিয়মও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফিফার নতুন সিদ্ধান্ত। এ বার ক্যামেরা নিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করবেন রেফারিরা। ক্লাব বিশ্বকাপে রেফারিদের সঙ্গে থাকবে ভিডিয়ো ক্যামেরা বা 'বডি ক্যাম'। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের সার্জেন্টরা যে ধরনের 'বডি ক্যাম' ব্যবহার করেন, অনেকটা তেমন ক্যামেরা নিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করবেন রেফারিরা। ফুটবলের একটি নিয়ম পরিবর্তনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা। গোলরক্ষকেরা ৮ সেকেন্ডের বেশি বল ধরে রাখলে কর্নার পাবে প্রতিপক্ষ দল।

ক্লাব বিশ্বকাপ হবে এক মাস ধরে। অংশগ্রহণ করবে ৩২টি দল। এ বারই প্রথম এই প্রতিযোগিতা হবে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার মতো করে। এই প্রতিযোগিতাতেই ফুটবলপ্রেমীরা খেলা দেখতে পাবেন রেফারির চোখে। অর্থাৎ, একজন রেফারি মাঠে যে ভাবে খেলা বা ফুটবলারদের গতিবিধির উপর নজর রাখেন, দর্শকেরাও সে ভাবে দেখতে পাবেন। ফিফার আশা, 'বডি ক্যাম'-এর ব্যবহার ফুটবলকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে দর্শকদের কাছে। আগামী ১৪ জুন শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা। ফাইনাল হবে ১৩ জুলাই। আমেরিকার ১১টি শহরে ১২টি স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচগুলি।

আমেরিকায় হবে ক্লাব বিশ্বকাপ। প্রতিযোগিতার জন্য মোট ১১৭ জন ম্যাচ অফিশিয়ালের তালিকা ঘোষণা করেছে ফিফা। তাঁদের মধ্যে ৩৫ জন রেফারি, ৫৮ জন সহকারী রেফারি এবং ২৪ জন ভিডিয়ো ম্যাচ অফিশিয়াল বা ভিএআর রেফারি। ৪১টি দেশের ম্যাচ অফিশিয়ালেরা ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছেন।

Press Notice

E-Tenders are hereby invited for execution of 07 nos. NRM schemes (Plantation) under PMKSY WDC 2.0 at Punch Block Vide NIT- **01/PMKSY-WDC2.0/08/PUNCHA-NRM/2025- 26,** in the district of Purulia. For details, please visit **www.wb-tenders.gov.in. Last date for submitting online bid on - 15/05/2025 (06:55 p.m.).**

Sd/- Assistant Director of Agriculture, Puncha Block & PIA, Kumari & Chaka Deorang WS

Tender Notice

E-Tenders are invited by the Prodhan, **Bali- II Gram Panchayat** (Under Nowda Panchayat Samity), Shyam-nagar, Nowda, Dist- Murshid-abad, **NIET NO. 01/2025-26 & 02/2025-26.** Last date of submission (online) **10.05.25 up to 2.00 PM.** visit **www. wbtenders. gov.in**

Sd/- Prodhan
Bali-II Gram Panchayat

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia.**Tender title:- NIT No:-NM/PWDT/NIT-020e/ 2025-2026.Tender ID- 2025_ MAD_841649_1. Type of Work:-** Construction of C C Road work. Bid Submition End Date:- **21-05-2025 at 05:00 PM**. Bid Open Date:- **24-05-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in Working day and Govt. Website **https://wbtenders. gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

SD/-
Chairman
Nabadwip Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909, 033 25634457

Memo No. PM/Acct/2025-2026/46
Date: 03/05/2025
NOTICE INVITING QUOTATION
NIQ NO.PM/Acct/2025-26/03

Name of the Work - Preparation of Store Registers (stock) for the four Financial Years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025 in respect of office of the Municipal councilors of Panihati. **Estimated Amount-**Rs.96,000/-(Rupees Ninety-Six Thousand Only) for four individual Financial Years including all Taxes (i.c. Rs. 24,000/- per year). Period of completion of Store Registers (Stock)- 30 working days for all four financial years. **DATE & TIME SCHEDULE: 1) Publishing Date of Quotation Notice-** 4th May, 2025 at 4:00 PM. **2) Quotation Document submission starts date and time -** 5th May, 2025 at 5:00 PM. **3)Quotation Documents submission closing date and time-** 13th May, 2025 at 12:00 Noon. **4) Quotation opening date and time-** 13th May, 2025 at 2:00 PM.

Sd/ Chairman,
Panihati Municipality

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

গোধরা ট্রেন অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ন'জন পুলিশের বরখাস্তের সাজা বহাল

আমদাবাদ, ৩ মে: গোধরায় ২০০২ সালে সাবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় রেল পুলিশের ন'জন কনস্টেবলের বরখাস্তের নির্দেশ বহাল রাখল গুজরাত হাইকোর্ট। সম্প্রতি এ বিষয়ে বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) নানাবতীর নেতৃত্বাধীন কমিশনের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে এই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

ঘটনার দিন ওই ন'জন পুলিশ কনস্টেবলের ডিউটি ছিল সাবরমতী এক্সপ্রেসে। কিন্তু ট্রেনটি ছ'ঘণ্টা দেরিতে চলায় তাঁরা সাবরমতী এক্সপ্রেসে না উঠে অন্য একটি ট্রেনে আমদাবাদে ফিরে গিয়েছিলেন। নানাবতী কমিশন তার পর্যবেক্ষণে বিষয়টি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বলেছিল, 'ওই পুলিশকর্মীরা যদি সে দিন কর্তব্য পালন করতেন, তা হলে এত বড় ঘটনা (সাবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগ) এড়ানো সম্ভব হত।' কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বরখাস্ত করা হয়েছিল অভিযুক্ত ন'জন পুলিশ কনস্টেবলকে।

প্রসঙ্গত, ২০০২-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি গোধরায় সাবরমতী এক্সপ্রেসে করসেবকদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটে। ট্রেনের এস-৬ কোচের অগ্নিকাণ্ডে ৫৯ জনের মৃত্যু হয়।

তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অযোধ্যা থেকে ফেরা করসেবক। সেই ঘটনার পরই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে গুজরাত জুড়ে। অভিযোগ, সরকারি মদতে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা হামলা চালায় সে রাজ্যের মুসলিমদের উপর। দাঙ্গার বলি হন হাজারেরও বেশি মানুষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী। তিনিও সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। ঘটনার তদন্তে সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছিল। গুজরাত সরকারের তরফে গঠন করা হয় একাধিক কমিশনও।

মৎস্যজীবীদের ট্রলারে শ্রীলঙ্কার জলদস্যুদের হামলায় জখম ১৭

১০ লক্ষ টাকার সামগ্রী, যন্ত্রাংশ লুট

চেন্নাই, ৩ মে: তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবীদের উপর হামলা চালাল শ্রীলঙ্কার জলদস্যুরা। শুধু হামলাই নয়, অবাধে লুটপাট চালিয়ে ১০ লক্ষ টাকার সামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ তুলে নিয়ে যায় তারা। ঘটনাটি শুক্রবারের।

পুলিশ সূত্রে খবর, করমণ্ডল উপকূলে মাছ ধরছিলেন মৎস্যজীবীদের ৩০ জনের একটি দল। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কোড়িয়াক্কারাইয়ের দক্ষিণ-পূর্বে ওই ৩০ জন মৎস্যজীবী মাছ ধরছিলেন। তাঁদের দাবি, সেই সময় স্পিডবোটে করে জলদস্যুদের একটি সশস্ত্র দল আসে। সেই দলটি মৎস্যজীবীদের উপর হামলা চালায়। এই হামলায় ১৭ জন মৎস্যজীবা আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

মৎস্যজীবীদের এক জন দাবি করেছেন, ভারতের জলসীমাতেই ছিলেন তাঁরা। শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতের জলসীমায় ঢুকে হামলা চালায় জলদস্যুরা। মারধর করা হয় মৎস্যজীবীদের। তার পর মাছ ধরার জাল, জিপিএস এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ লুট করে নিয়ে চম্পট দেয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, আহত মৎস্যজীবীদের নাগাপত্তিনমের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। মৎস্যজীবীদের দাবি, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখুক এবং হস্তক্ষেপ করুক। এক মৎস্যজীবীর কথায়, 'এই ঘটনার প্রতিবাদে কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আগামী দিনে যদি আবারও আক্রান্ত হই, তা হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের পথে যাব।' প্রসঙ্গত, গত বছরের ডিসেম্বরেও তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবীরা শ্রীলঙ্কার জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত হন। তাঁদের সব কিছু লুটপাট করে নেওয়া হয়।

পাকিস্তানে আবদালি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ

ইসলামাবাদ, ৩ মে: পাকিস্তান শনিবার আবদালি ক্ষেপণাস্ত্র, ব্যবস্থার সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে। এই ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য। এই ক্ষেপণাস্ত্র ৪৫০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণমাধ্যম শাখা আইএসপিআর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি যাচাই এবং ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নত নেভিগেশন ও গতি-সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত দিকগুলো পরীক্ষা করা। আইএসপিআর জানায়, এই উৎক্ষেপণ 'এক্স সিন্ধু' নামে একটি সামরিক মহড়ার অংশ ছিল। মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন আর্মি স্ট্র্যাটিজিক ফোর্সেস কমান্ডার (এএফএসসি), স্ট্র্যাটিজিক প্ল্যান ডিভিশন ও এএফএসসির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা এবং পাকিস্তানের কৌশলগত সংস্থাগুলোর বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা।

পাকিস্তানের আইএসপিআর ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সহ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা এই সফল উৎক্ষেপণের জন্য সেনা, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের অভিনন্দন জানান। আইএসপিআরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় পাকিস্তানের কৌশলগত বাহিনীর প্রস্তুতি ও প্রায়োগিক দক্ষতায় পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন তাঁরা।

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলাকে ঘিরে যখন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা চলছে, ঠিক তখন ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ পরীক্ষা চালানো হলো। গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পেহেলগামে এক হামলায় ২৬ জন নিহত হন, যাঁদের বেশির ভাগই পর্যটক ছিলেন। এটিকে ২০০০ সালের পর অন্যতম ভয়াবহ হামলা বলা হচ্ছে। পাকিস্তানের দিকে ইঙ্গিত করে ভারত দাবি করেছে, এই হামলার সঙ্গে আন্তসীমান্ত সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। পাকিস্তান এই অভিযোগ প্রমাণহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

EKDIN, KOLKATA, 4 MAY 2025 PAGE 8

একদিন
নবপত্রিকা

যাদুকরের কাঞ্চনজঙ্ঘা আর শিল্পীর আকাশ

শুভজিৎ বসাক

শিল্পী হতে স্বতন্ত্র হতে হয়। খালি আকাশে পাখির মত উড়লেই হয় না, তার যতটা কাছাকাছি যাওয়া যায় ততটাই সাফল্য মেলে। ত্রিনিক সেই আশাই সবসময়ে করে। তার ইচ্ছা আকাশেই পাড়ি দেবে সে। ছোট থেকেই ত্রিনিকের সিনেমা দেখতে বেশ ভালো লাগে। তার বাণিজ্যিক সিনেমার প্রতি ঝোঁকটা বড় হতে হতে কেমন একটা ফিঁকে হয়ে গিয়েছে। তার মন টানে জীবনকেন্দ্রীক আর্ট সিনেমার দিকে। বেশ কিছু আধুনিক আর্ট সিনেমা দেখলেও সেগুলো বিশেষ মনে বেশ দাগ কাটেনি তার। সবেতেই যেন চার দেওয়ালের মধ্যে চাহিদার একটা নেশা মজুত থাকে। সে ঐ নেশার তোড়ে মাততে চায় না। কাজের অবসরে সে আজও সত্যজিত যাদুকরের আগন্তুক, দেবী, গণশত্রু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অশনি সঙ্কেতের মত সিনেমাগুলো এবং সমকালীন আরও কীর্তিকারের সিনেমাগুলিও দেখে তার স্বাদ পূরণ করে। এগুলো বেশ পুরানো হলেও চিরকালীন অমর কীর্তি হয়েই থেকে যাবে। সেকাল আর একালের পার্থক্য স্রেফ মোবাইল আর ইন্টারনেট বাকি পুরোদস্তুর জীবনকাহিনীটাই প্রায় এক। আজকের সিনেমাগুলোয় সেই পুরোদস্তুরতা কম আর শারীরিক কামের গন্ধে মুচমুচে করে তুলতে চায় অথচ তা এতই বিস্বাদময় হয় যে বলার নয়। আধুনিকতার নামে এমন নিম্নবিত্ত ভাবের প্রদর্শনীতে কার কতক্ষণ তা ভাল লাগতে পারে!

ত্রিনিক এখনও বিয়ে করেনি। পছন্দ করে সুতীর্থাকে আর সুতীর্থারও তাকে পছন্দ। তবে বাধা ঐ আজকের দিনে জীবনযাত্রা।যে অর্থ উপার্জনে জীবন সাবলীলভাবে কাটবে মনে হয় তা যেন একটা সময়ে এসে চর বলে মনে হবে আর আশেপাশে বিস্তৃত হয়ে থাকবে নদীর মেলা। সুতীর্থা অনেকবার এসব ভাবতে তাকে বারণ করেছে তবু ত্রিনিক এসবের বাইরে এসে ভাবাটা মরীচিকা ভাবে। সুতীর্থা বুঝতে পারে না কি করবে।

সেদিন সুতীর্থা বলল, 'কাজ তো দু'জনেই করি। তবে অসুবিধা কোথায় তোমার আগে ভাবতে?' ত্রিনিক খানিকক্ষণ ঝিলের দিকে চেয়ে জানাল, 'সে তুমি বুঝবে না। বিয়ে করলেই তো হয় না, ভবিষ্যতের কথা না ভেবে

এগোনো কি যায়?' সুতীর্থা চটপট উত্তর দেয়, 'কেন সংসার করতে গেলে বুঝি বহু টাকা জমাতে হয়? কত? কোটি না আরব? আর যতদিন তা না জমবে তবে বিয়ে করাই উচিৎ নয় বলো? আমাদের বাবা-মায়েরা তো মূর্খ, তাই ওঁনারা বিয়ে করেছিলেন!' ত্রিনিক চুপ করে থেকে কিছু পরে বলে, 'আর আমি যে আকাশ ছুঁতে চাই সেটা? শুধুই কি সংসার ছাড়া আর কি কোনও স্বপ্ন রাখতে নেই?' সেদিন আর কেউ কোনও কথা বলে না।

ত্রিনিকের ভীষণ পছন্দের কাঞ্চনজঙ্ঘা। বহুবার দেখেছে। আজও দেখছে সিনেমাটি। সত্যিই অতুলনীয় পরিবেশের মাঝে সেই ছবির যে মাধুর্য তা সত্যজিত যাদুকরের মত একজন নিখুঁত শিল্পীই বুনতে পারেন। তার

নজরে আবারও ভেসে উঠল কাঞ্চনজঙ্ঘা ঘেঁষে সূর্যের উদয়ের আলোতে মাখামাখি পার্বত্য পরিবেশ আর ঐ গাছগুলো।

পাহাড়ে সব জায়গায় আলো যায় না। গায়ে গায়ে পাহাড় তার জন্য দায়ী। অথচ অদ্ভুত তার একটা গুণ। পুরো পাহাটা সবুজে ভরা। এককণা ফাঁকা কোথাও থাকে না। পাহাড়ের উঁচু থেকে পাদভূমি একই হাল। আর গা ঘেঁষে যাওয়া মেঘের ভিজে আভরণ পাহাড়ী নিজস্ব আরেক সম্পদ। সিনেমাটায় মানুষ থেকে পরিবেশ সবার কথাই বলা আছে। বলা আছে সাধারণ অঙ্কের হিসাবও। মানুষ এক জীবনে সব পায় না আবার এক জীবনে পেলেও তাকে আগলে রাখতে পারে না তবুও সেই ছবিতে মানুষের মনের কথাই স্তরে স্তরে সাজানো আছে। সেখানে কিছু মুহূর্তের সীনে তুলে ধরা আছে যে বহু শব্দের মাঝেও জীবন তার হিসাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। জীবনের হিসাবে রাগ, অভিমান, বিচ্ছেদ আবার জুড়ে যাওয়া এসবও উপাদান হিসাবে বরাদ্দ থাকে। আছে অন্ধকারে মেশানো পাহাড়ী পরিবেশ যেখানে নিস্তব্দ্ধতায় কথা গড়া হয়। ভীষণ জীবন্ত মনে হয় এই শিল্পীর কাজ। তখন আর এখনের বিচারে বরাবরই তা মনে দাগ কেটে দিয়ে যায়। যেন মনে হয় নিজের প্রতিটা জন্মের কথা তাঁর প্রতিটা কাজে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন অথবা প্রয়োজনের খাতিরে প্রতিটা ছবিতে চরিত্রের মধ্যে মিশে তাকে ফুটিয়ে তোলবার ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণ আছে। ত্রিনিক বোধহয় বেশী অনুভব করল সুতীর্থার কথাগুলো কিছুদিন আগে শোনার জন্য।

কিছুদিন পরে ত্রিনিকই বলল, 'বিয়ে করার পরে আমার কাজে বিরক্ত হবে না তো?' সুতীর্থা জানায়, 'নদীতে চর থাকুক আর বাঁধ, নদী কি মানুষের কথা মত চলে? তুমি লিখতে চাও, আঁকতে চাও- যা ভালো বুঝবে করবে। তবে হ্যাঁ, শিল্পী তখনই হবে যদি তুমি নিজেকে গড়ে তুলতে পেরে অন্যকে সেই গড়ে তোলার গল্প শোনাও। রাজকন্যা, রাজপুত্রের ভবিষ্যত কেউ জানে না তাই বড় হলে ওরা বাস্তবিক পরিসর থেকে দূরে মিলিয়ে যায়। মানুষ নিজের কথা যদি তোমার সষ্টিতে দেখে তবে দেখবে সবাই তোমায় শুনবে। নচেৎ স্রেফ গল্পের মতো তুমিও হারিয়ে যাবে কোথাও'। ত্রিনিক কথাগুলো মন দিয়ে শুনে আকাশের দিকে চাইল। বাণিজ্যিক বা আধুনিক মশলা মেশানো ছবির মত অহেতুক গালগল্প নয় এগুলো। আর্ট সিনেমার মতই এটাও বেশ বাস্তবিক। একটা সাদা লম্বা পরিসরের মেঘ আকাশে ভেসে চলেছে। সে সূর্যটাকে অনেকক্ষণ ঢেকে ভেসে গেল। তার ঠিকানা কোথায় তা অজানা তবে এক বর্ষার পৃথিবীতে সেইই বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে পথেঘাটে।তপ্ত পৃথিবী শান্ত হবে। আর গাছের পাতাগুলো ভিজে মহানন্দে অস্থির হবে। সেই পরিবেশে সে একদিন হয়তো দারুণ ভালোবাসবে সুতীর্থাকে অথবা তার কথায় মজে জন্ম দেবে নতুন শব্দযুক্ত গল্পের। পৃথিবী পড়বে তার সৃষ্টি আর সে অচিরেই ছুঁয়ে ফেলবে আকাশ সে কথা আর কে জানবে সেদিন! মৃদু হাসল ত্রিনিক। পাশে বসে সুতীর্থাও তার কাঁধে মাথা রেখে স্বস্তিতে চোখ বুজে ফেলল।

কার্পে ডিয়েম ব্যর্থতা: পরেও জীবন আছে

নম্বর নয়, জীবনই আসল

অনুপ দে

এ বছরের মাধ্যমিক বা আই সি এস ই পরীক্ষার মতো ছাত্র জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষাগুলির ফল ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে । উচ্চমাধ্যমিক সহ আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হতে চলেছে আর কয়েকদিনের মধ্যে। উল্লেখযোগ্য নাম্বার প্রাপকদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানাচ্ছে সমগ্র সমাজ।এদের সফলতার কথা অত্যন্ত গর্বের সাথে উচ্চারিত হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমে এবং সামাজিক মাধ্যমগুলিতে। এই সব কৃতীদের সাফল্যে সকলেই আপ্লুত। এটা খুব প্রশংসনীয় এবং একই সাথে গর্বের। কিন্তু যারা অসফল ! যাদের ফলাফল ভালো হয়নি! তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে অস্থির হয়ে পড়েন অভিভাবকগণ। অনেকক্ষেত্রে হাল ছেড়ে দেন শিক্ষকেরাও। খারাপ ফলাফলে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে শিক্ষার্থী নিজেও। খারাপ ফলাফল মানে ভেবে নেওয়া হয়, সব রাস্তা বন্ধ।যা অত্যন্ত ভুল ধারনা এবং অবাস্তব।এই ভুল ধারনার বশবর্তী হয়ে বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। একটি পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত, এই তিন বছরে ভারতবর্ষে ৪,০৪৬ জন শিক্ষার্থী (যাদের বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছর) পরীক্ষায় ব্যর্থতার কারণে আত্মহত্যা করেছে । ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (গুঙ্খট্রঙ্ক) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য ২০২৩ সালে ১১২৩ টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। যাদের প্রত্যেকের বয়স আঠারো বছরের নীচে। আবার এই বয়স সীমার বাইরে পরীক্ষার খারাপ ফলাফলের জন্য ২০৯৫ জন পড়ুয়া আত্মহত্যা করে। এই সংখ্যাটি সবচেয়ে বেশি ছিল মহারাষ্ট্রে (৩৭৮), তারপরে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ (২৭৭) , ঝাড়খণ্ড (১৭৪), কর্ণাটক (১৬২) এবং গুজরাটের (১৫৫) মতো রাজ্যগুলি। এই পরিসংখ্যান দুর্ভাগ্যের এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে অত্যন্ত উদ্বেগের। এই প্রবণতার কারণগুলিকে তিনটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়।

শিক্ষা ব্যবস্থা জনিত প্রধান কারণ

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত 'পরীক্ষা-কেন্দ্রিক'। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, মেধা বা সৃজনশীলতা নয়; বরং কত নম্বর তারা অর্জন করতে পারছে, সেটাই প্রধান বিবেচ্য হয়ে উঠেছে। এই কারণে পাঠ্যবই মুখস্থ করা, কোচিং সেন্টারে দিনের পর দিন কাটানো একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাফল্য আর ব্যর্থতার মাঝে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে পরীক্ষা। আর তার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে থাকে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ । এই চক্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভয়, দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ তৈরি করে। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলো (যেমন JEE–NEEET ইত্যাদি) শিক্ষার্থীদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় হিসেবে বিবেচিত হয় । প্রতিযোগিতা এতটাই তীব্র যে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও মাত্র কয়েক হাজার জন সুযোগ পায়। বাকি সবাই নিজেদের ব্যর্থ ভাবতে থাকে এবং অনেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত 'এক ছাঁচে তৈরি' শিক্ষায় বিশ্বাস করে। যারা সৃজনশীল চিন্তা করে, শিল্প-সংস্কৃতি বা কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ, তাদের জন্য সুযোগ কম। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজের আগ্রহের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মানসিক চাপ অনুভব করে।অধিকাংশ বিদ্যালয় ও কলেজে কোনো প্রফেশনাল কাউন্সেলর নেই। মানসিক চাপ, হতাশা বা আত্মবিশ্বাসের ঘাটতির মতো বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার সুযোগ ছাত্রদের নেই। ফলে তারা একাকীত্বে ভুগে এবং হতাশার পথ বেছে নেয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই জানেই না যে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আরও বহু বিকল্প ও সম্মানজনক পেশা রয়েছে। এই একমুখী পেশার ধারণা তাদের মধ্যে অপূর্ণতার বোধ তৈরি করে।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ

পরীক্ষা ও ফলাফল নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা শিক্ষার্থীদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে। তারা মনে করে, ফেল মানেই জীবন শেষ। ফলাফলের উপর আত্মসম্মান নির্ভর করায় খারাপ নম্বর পেলেই তারা নিজেকে অযোগ্য মনে করে, যা হতাশা সৃষ্টি করে।অনেক ছাত্র অনির্ণীত বিষণ্ণতা বা উদ্বেগে ভোগে,। যা প্রকাশ না পাওয়ায় তাদের মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । অনেক ছাত্র আবার ব্যর্থতা সহ্য করতে পারে না। ছোট ভুলকেও তারা বড় করে দেখে এবং জীবনের ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত করে ফেলে ।এছাড়াও বাবা-মায়ের উচ্চ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থীরা অপরাধ বোধে ভোগে ও নিজেকে দোষী ভাবে।

সামাজিক কারণ

বাবা-মা অনেক সময় সন্তানদের অসাধারণ সাফল্য অর্জনের যন্ত্রে পরিণত করেন। অন্তরের কথা উপলব্ধি করে পড়ুয়ার পক্ষে নিজের পছন্দের বৃত্তি বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। বোর্ড ও প্রবেশিকা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই ছাত্রদের মূল্যায়ন হয়। যেখানে এক বা দুই নম্বরের জন্য ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়।ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা আই এ এস ছাড়া অন্য পেশা অনেকের কাছে 'কম গুরুত্বপূর্ণ'।বিকল্প পথ সম্পর্কে ছাত্রদের ধারণা অনেক ক্ষেত্রে খুব কম। তাই এটা মনে করা হয় , অসফল মানেই সামাজিক লজ্জা। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নেতিবাচক মন্তব্য ছাত্রদের মানসিকভাবে ভেঙে দেয়।

সমাধানের পথ

এই অন্ধকারময় পরিস্থিতি কাটিয়ে তুলতে পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজকে একসাথে কাজ করতে হবে। অভিভাবকদের উচিত সন্তানের প্রতি শর্তহীন ভালোবাসা ও সমর্থন দেওয়া। শুধু ভালো ফল নয়, তাদের চেষ্টা ও মানসিক অবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ব্যর্থতা হলে সেটাকে শেখার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।বর্তমান নম্বর ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন করে বিকল্প মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন- প্রকল্প ভিত্তিক কাজ, ধারাবাহিক মূল্যায়ন ইত্যাদি। এতে সবার প্রতিভা ও আগ্রহ অনুযায়ী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ধরনের অভিশপ্ত প্রবণতা কমবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়াও প্রয়োজন, যাতে তারা নিজের আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী কেরিয়ার বেছে নিতে পারে। সামাজিকভাবেও এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্য পেশাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও স্কুল ও কলেজে এমন একটি সহানুভূতিশীল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে শিক্ষার্থীরা একে অপরকে সহায়তা করবে, ঠাট্টা বা বুলিং নয়। 'পিয়ার সাপোর্ট সিস্টেম' এই ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

বিশ্লেষণ ও ভাবনা

শিক্ষাজীবনে পরীক্ষার ফলাফল একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও এটি কোনো ব্যক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়ন নয়। পরীক্ষার খারাপ ফল কোনো ব্যক্তির জীবনের ইতি টানতে পারে না।কারণ পরীক্ষার খারাপ ফল মানেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। বরং এটিকে হাতিয়ার করে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানো যায়। জীবনে সফলতা পাওয়ার পথ কখনোই সরল বা সমান নয় এবং তা কখনই শুধুমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে না । নানা চ্যালেঞ্জ, বাধা ও ব্যর্থতা পেরিয়েই একজন মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছায়। সঠিক দিকনির্দেশনা ও আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হয়। আমরা কেন বাঁচি? কেবল সামাজিক স্বীকৃতি বা সফলতা অর্জনের জন্য? না কি নিজের অন্তর্নিহিত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করার জন্য ? জীবনের আসল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার জন্য এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর খোঁজা এবং আত্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । এবিষয়ে ১৯৮৯ সালে মুক্তি প্রাপ্ত তডেড পোয়েটস সোসাইটিদ নামের ইংরেজি সিনেমাটি শিক্ষা, পরীক্ষা ভিত্তিক ব্যবস্থা এবং মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। এর চিত্রনাট্যে দেখানো হয়েছে, ওয়েলটন একাডেমি নামে এক প্রতিষ্ঠানের কঠোর নিয়ম ও পরীক্ষা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক। এখানে ভালো গ্রেড পাওয়া বা মেডিকেলের মতো কোনো উচ্চ মানের ডিগ্রীতে ভর্তি হওয়া এবং বাবা-মায়ের আশা পূরণের জন্য শিক্ষার্থীদের উপর বিশাল চাপ থাকে । পরীক্ষার ফলাফলই যেন জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতার মানদণ্ড। এই ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে এক শিক্ষক, জন কিটিং শিক্ষার্থীদের এক মুক্ত আকাশের দিশা দিতে চেয়েছিলেন। উনি একটি ল্যাটিন শব্দ বন্ধ "Carpe Diem – Seize the day" (কার্পে ডিয়েম- সিইজ দি ডে) ব্যবহার করে বোঝাতে চেয়েছেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নিজের মতো করে বাঁচার জন্য 'দিন দখল' কর। তিনি কবিতা, সাহিত্য ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখান যে মানুষ কেবল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য জন্মায় না বরং ভালোবাসা, সৌন্দর্য, শিল্প ও জীবনকে উপলব্ধি করার জন্যও তার অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ক্লাসের শুরুতে পাঠ্যপুস্তকের প্রথমে থাকা কবিতার গভীরতা নির্ণায়ক সূত্রের পৃষ্ঠাটিকে ছিঁড়ে দিতে বলেছিলেন শিক্ষার্থীদের। এর মাধ্যমে তিনি এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে কবিতাও হল জীবনের মতো। কবিতাকে যেমন কোনো সূত্রের নিয়মে মাপা যায়না। জীবনও ঠিক তেমনই, কোনো পরীক্ষার মাপকাঠিতে মাপা যায় না।

পরীক্ষা হোক বা অন্য কোনো ক্ষেত্র ,সফলতার সাথে ব্যর্থতাও জীবনের অঙ্গ। তাই ব্যর্থতাকেও খোলা মনে মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ আলবার্ট আইনস্টাইনের কথায়, ব্যর্থতা হলো সাফল্যের পথে চলমান প্রক্রিয়া। পরীক্ষায় ব্যর্থতাকেও সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে হবে। শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে , নম্বর নয়, জীবনই আসল।